NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ইরানের সঙ্গে আর ভালোমানুষি চাইছেন না ট্রাম্প

ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশে দীনেশ ত্রিবেদী ৭

কলকাতা ২০ এপ্রিল ২০২৬ ৬ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩০৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.04.2026, Vol.19, Issue No. 308, 8 Pages, Price 3.00

ইডির হানা

■ রবিবার ভোরেই বালিগঞ্জের ফার্ন রোডে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে পৌঁছে যায় ইডির দল। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী।দীর্ঘ সময় ধরে চলে খানাতল্লাশি। ইডি সূত্রের দাবি, নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই এই অভিযান। প্রায় একই সময়ে বেহালার জ্যোতিষ রায় রোডে সোনা পাপ্পু-ঘনিষ্ঠ জয় কামদারের বাড়িতেও শুরু তল্লাশি। সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ জেরার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আই-প্যাকে ছুটি

■ আই-প্যাকে ছুটিপশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিল তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা আই-প্যাক। সংস্থার কর্মচারীদের ইমেলে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের ২০ দিনের সাময়িক ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে। এর মধ্যেই আই-প্যাকের ডিরেক্টর ঋষি রাজকে সোমবার দিল্লিতে ইডি তলব করেছে বলে খবর।

‘বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে’

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রখর তাপপ্রবাহের মধ্যেই রবিবার বাংলায় একের পর এক নির্বাচনী জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাঁকুড়ার বড়জোড়ার সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, আত্মসমর্পণ না করলে ৪ মে-র পর কেউ বাঁচতে পারবেন না।ভোটগ্রহণের আগেই থানায় গিয়ে দুষ্কৃতীদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন তিনি। আর একথা বলতে গিয়েই তিনি বলেন, ‘নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলায় বিজেপিই ক্ষমতায় আসতে চলেছে। ৪ মে-র পর বিজেপিরই সরকার গঠন হবে বাংলায়।’ পুরুলিয়ার সভাতেও বক্তব্য রাখতে উঠেই বলেন,পুরুলিয়ার এই জনসভা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে ভিড় হয়েছে। হেলিপ্যাড থেকে জনসভার মঞ্চ পৌঁছনো পর্যন্ত রাস্তায় জনস্রোত।এই ভিড় ৪ মে পরিবর্তনের উৎসবের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী প্রচারেই সিন্ডিকেটরাজ, মাফিয়ারাজের অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে আক্রমণ করে চলেছেন মোদী। হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর সঙ্গে ‘সবকা হিসাব’ও হবে। এদিন সেই সুর আরও চড়িয়ে বললেন, ‘বাংলার বাঘ কে? বাংলার জনতা হল বাঘ। এই জনতা ফুঁসছে, আর সহ্য করবে না। নির্মম সরকার হঠাতে তারা বদ্ধপরিকর। এখন বদল চাই। সব সিন্ডিকেট, গুন্ডাদের শেষ বার বলছি, ২৯ এপ্রিলের আগে নিজের নিজের থানায় আত্মসমর্পণ করুন। খুব ভালো হয়, যদি ২৩ তারিখের আগে করেন। কারণ, ৪ মের পরে কেউ বাঁচবে না।’

ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি

■ গাড়ি থেকে নেমে বিভিন্ন সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাস্তার ধারের দোকানে ঢুকে চা বানাতে কিংবা চপ ভাজতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এরকম চেহারায় অতীতে দেখা যায়নি। রবিবার এক বিরল ঐতিহাসিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ঝাড়গ্রাম। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার চার জন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেওয়ার আগে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে হেলিকপ্টার থেকে নেমে ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে সভামঞ্চে কনভয় এগিয়ে যাওয়ার পথে কলেজ মোড়ে হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পর একটি একচিলতে ছোট্ট ঝালমুড়ির দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। দোকানদারের সঙ্গে আলাপচারিতার পাশাপাশি দশ টাকা দিয়ে কিনলেন ঝালমুড়ি। সেখানে মিনিটদুয়েক দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খেলেনও। পাশে দাঁড়ানো অন্য কচিকাঁচাদের হাতেও দিলেন। তারপর গাড়িতে চেপে স্টেডিয়ামের সভামঞ্চে। পরে সেই ঝালমুড়ি খাওয়ার ছবি সমাজমাধ্যমেও পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

‘গোটাটাই ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু না’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় প্রথম দফা নির্বাচনের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় দলের প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেখানে এখানকার ধান উৎপাদনের কথা মনে করানোর পাশাপাশি উল্লেখ করেন, বর্ধমান জেলার কালনা এলাকার তাঁতশিল্প জগৎবিখ্যাত। বলেন, তিনি ‘তাঁতসাথী’ প্রকল্প চালু করেছিলেন। ধাত্রীগ্রামে এখনও পর্যন্ত ‘তাঁতসাথী’ প্রকল্পের জায়গা রয়েছে। সেই প্রকল্পে তাঁতশিল্পীদের যন্ত্রপাতি ও মেশিন দেওয়া হয়েছিল বিনা পয়সায়। সেই সূত্রেই তাঁর মন্তব্য, কয়েকদিন আগে কালনায় এসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কার্ড বিতরণ করে গেছেন, যেটা পুরোপুরি বেআইনি। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে।

যাঁরা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কাছ থেকে কার্ড সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের সাবধান করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘গোটাটাই বিজেপির ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই না। বিজেপি বলেছিল, বছরে দু’ কোটি করে চাকরি দেবে। সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেবে।’

সাগরে উন্নয়ন বনাম কেন্দ্রকে নিশানা, তপ্ত ভাষণে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: নির্বাচনের আবহে দক্ষিণের উপকূলে রবিবার রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগর কেন্দ্রের জনসভা থেকে একদিকে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন, অন্যদিকে কেন্দ্রকে আক্রমণে তীব্র সুর শানালেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, মোদির গ্যারান্টি মানেই শূন্য ভরসা। দ একইসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে সরাসরি আবেদন জানিয়ে তাঁর ঘোষণা, বঙ্কিম হাজরাকে জিতিয়ে দিলে সাগরের উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। সভা থেকে একাধিক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন তিনি। মুড়িগঙ্গার উপর সেতু নির্মাণ থেকে শুরু করে মৎস্য বন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনা;সবই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপান্তরের পথে বড় পদক্ষেপ বলে দাবি তাঁর। পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি দেন, ঘোড়ামারা দ্বীপের বাসিন্দাদের পুনর্বাসন এবং আগামী কয়েক বছরে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁর বক্তব্য, বারবার বাংলার প্রাপ্য অর্থ আটকে রাখা হয়েছে, তবুও রাজ্য নিজের দায়িত্ব পালন করছে। সভার শেষে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, তএবার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটের মেশিনে জবাব দিন।

ভবানীপুরে রবিবাসরীয় প্রচার করছেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

মাছের বাজারে বঁটি, ভোটে নতুন সুর রুদ্রনীলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোটের গরমে শিবপুরের এক ব্যস্ত মাছ বাজারে দেখা গেল অচেনা দৃশ্য। ভিড়ের মাঝখানে বসে পড়লেন বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। সামনে বঁটি, পাশে জেলে; আর সেই মুহূর্তেই রাজনীতির ভাষা বদলে গেল। নিজের হাতে মাছ কেটে তিনি যেন জানালেন, বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিতর্কে তিনি সরাসরি মাঠে নেমেছেন।

এই অভিনব প্রচারের মাঝেই তাঁর কড়া প্রতিক্রিয়া, শোনা যাচ্ছে আমরা এলে মাছ বন্ধ হয়ে যাবে; এ সব ভ্রান্ত কথা। বক্তব্য জোরালো করতে তিনি উল্লেখ করেন নরেন্দ্র মোদীর আগের মন্তব্য। রুদ্রনীলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মাছ নিয়ে বাঙালির কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। বরং যাঁরা মাছ ধরেন, তাঁদের আয় বাড়াতে হবে।

জেলেদের সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তিনি। আশ্বাস দিয়ে বলেন, নদীতে নামতে গেলে অযথা কাগজের জটিলতায় পড়তে হবে না। কাজের পথ সহজ করাই লক্ষ্য। পাশাপাশি স্থানীয় মাছ উৎপাদন বাড়ানোর কথাও বলেন; এখানেই বড় আকারে মাছ চাষের পরিবেশ তৈরি করা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাঙালির আবেগে সরাসরি হাত রেখে এই প্রচার নিছক প্রদর্শন নয়;বরং ভোটের অঙ্কে এক সুপরিকল্পিত চাল।

হাওড়ার দুই মহকুমায় ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দামার মধ্যেই হাওড়া জেলায় ভোটকর্মীদের প্রস্তুতি শুরু। ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে প্রশিক্ষণ। ডাকভোটের ব্যবস্থা হবে ২২ থেকে ২৬ এপ্রিল। গোটা জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করে চলবে কাজ।

সদর মহকুমার নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ হবে আলাদা নয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বালির জন্য ভানুমতী বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া উত্তরের জন্য দিনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, হাওড়া মধ্যের জন্য যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়। শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল, পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুরের জন্যও নির্দিষ্ট বিদ্যালয় ঠিক হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটদানের কক্ষ থাকবে চারটি করে। ডাকভোটের ঠিকানা সবার এক, হাওড়া জিলা স্কুল।

উলুবেড়িয়া মহকুমার সাতটি কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ হবে ভিন্ন সাত জায়গায়। ডাকভোট হবে মহকুমাশাসকের দপ্তরে। সব কেন্দ্রেই কক্ষের সংখ্যা চার। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বললেন, সময় কম। তাই দুই মহকুমায় একসঙ্গে কাজ চলবে। প্রশিক্ষণে যেন কোনও ফাঁক না থাকে।

মমতা ব্যানার্জির সমর্থনে পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ বার্তাকে সামনে রেখেই কলকাতার রাসেল স্ট্রিটে ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত পথসভায় দেখা গেল সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল ছবি। বৃহস্পতিবার ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এই পথসভার আয়োজন করেন ওয়ার্ডের পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি। সংমিশ্রিত এই ওয়ার্ডে এদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সমর্থন জানান। কয়েকশো কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে পথসভা কার্যত জনজোয়ারে পরিণত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা ভবানীপুরের নির্বাচন কনভেনর দীনেশ বাজাজ, জয় প্রকাশ মজুমদার, কৃষ্ণ প্রতাপ সিং সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

চৌরঙ্গী বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীর নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার। ছবি: অদিতি সাহা

পাটুলি নিবাসী ৮৫ বছর বয়সি এক ভোটারের ভোট সংগ্রহে পৌঁছলেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী।

বরানগরে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের সমর্থনে প্রচারে এলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি।

পানিহাটি বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ।

প্রথম দফার ভোটের আগে কড়া কমিশন, ২ লক্ষের বেশি ‘সম্ভাব্য অশান্তিকারী’ আটক

লিখিত মুচলেকা নেওয়া হচ্ছে, ৪৮ ঘণ্টা আগে আরও ধরপাকড়ের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা আঁটসাঁট করতে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে দুই লক্ষেরও বেশি ‘সম্ভাব্য অশান্তিকারী’কে আটক করেছে পুলিশ। কমিশন সূত্রে খবর, এঁদের কাছ থেকে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়েছে; ভোটের দিন কোনও রকম বিশৃঙ্খলায় জড়াবেন না। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করিয়ে উকিলের মাধ্যমে লিখিত প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে, ভোটের দিন গোলমালে জড়ালে ন্যূনতম ছ’মাস পর্যন্ত জেল হেপাজতে রাখা হতে পারে।

কমিশনের এক কর্তার কথায়, ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন হয়, সে জন্য আগাম এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রচার শেষের পরের ৪৮ ঘণ্টায় নজরদারি আরও বাড়ানো হবে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। সেই সময় আরও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক করা হতে পারে। ভোটের আগে ধারাবাহিক ভাবে কড়া পদক্ষেপ করে চলেছে কমিশন। তবে প্রশ্ন থাকছেই; এই কড়াকড়ি কতটা কার্যকর হবে। প্রথম দফার ভোটে তা কতটা প্রতিফলিত হয়, এখন নজর সেই দিকে।

গঙ্গায় স্নানে নেমে নিখোঁজ পড়ুয়া, চাঞ্চল্য বালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার সকালে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হল হর্ষ চৌধুরী নামে ১৭ বছরের এক পড়ুয়া। সে বালি বিধানসভার লিলুয়ার দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ বন্ধু হর্শদীপ সিংকে সঙ্গে নিয়ে বালির বারেন্দ্রপাড়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নামে হর্ষ। স্নানের সময় হঠাৎ জলের স্রোতে ভেসে যায় হর্ষ। তাকে বাঁচাতে হর্শদীপ ঝাঁপিয়ে পড়লেও হর্ষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
সূত্রের খবর, দু’জনের কেউই সাঁতার জানত না। হর্শদীপের চিৎকারে ঘাটে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা, খবর দেওয়া হয় পুলিশে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসেন বালির তৃণমূল প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। তবে শেষ পাওয়া খবর, এখনও নিখোঁজ ছাত্রের খোঁজ মেলেনি। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রথম দফায় মাঠে দু’হাজারের বেশি ‘ঝটিতি দল’, গোলমাল রুখতে ঘরে ঘরে নকশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। তার আগেই মাঠে নামছে দু’হাজারের বেশি ‘কুইক রেসপন্স টিম’। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৬টি জেলায় ছড়িয়ে থাকবে এই বাহিনী। প্রতিটি দলে থাকবেন রাজ্য পুলিশের একজন এসআই বা এএসআই। সঙ্গে থাকবে চার থেকে ছয় জন কেন্দ্রীয় জওয়ান। কমিশন জানিয়েছে, অভিযোগ এলেই ঘটনাস্থলে ছুটবে দল। গাড়িতে থাকবে উন্নত ক্যামেরা। হাতে থাকবে এলাকার সব বুথের খুঁটিনাটি নকশা। সেক্টর অফিস ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখবে প্রতিটি টিম।

> সবচেয়ে বেশি দল পাচ্ছে মুর্শিদাবাদ। শুধু মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলাতেই থাকছে ২১৯টি দল। জঙ্গিপুরে আরও ৬৯টি। পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫৩, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৪৮, বাঁকুড়ায় ১৮০, বীরভূমে ১৬১টি দল থাকবে।

সবচেয়ে বেশি দল পাচ্ছে মুর্শিদাবাদ। শুধু মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলাতেই থাকছে ২১৯টি দল। জঙ্গিপুরে আরও ৬৯টি। পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫৩, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৪৮, বাঁকুড়ায় ১৮০, বীরভূমে ১৬১টি দল থাকবে। মালদায় ১৫৭, পুরুলিয়ায় ১৩৯, কোচবিহারে ১৩৩টি দল মোতায়েন হচ্ছে। আসানসোল-দুর্গাপুরে ১১৩, জলপাইগুড়িতে ৮৩, দুই দিনাজপুর মিলিয়ে ২০৪টি দল থাকছে। আলিপুরদুয়ারে ৭০, ঝাড়গ্রামে ৬৬, দার্জিলিং-এ ৫২, শিলিগুড়িতে ৩৯, কালিম্পংয়ে ১৭টি দল নামবে। এর পাশাপাশি গড়া হয়েছে সেক্টর অফিস। আট থেকে দশটি কেন্দ্র নিয়ে একটি সেক্টর। পূর্ব মেদিনীপুরে ৪৩০টি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় ৩৮০টি করে, মুর্শিদাবাদে ৩৯৩টি, মালদায় ২৬১টি অফিস থাকছে। কমিশনের এক কর্তা বললেন, বুথ দখল বা ঝামেলার খবর পেলেই এই দলগুলি পৌঁছে যাবে। ত্রিস্তরীয় বলয় সক্রিয় থাকবে ভোটের দিন।

ক্যানিংয়ে নাকা তল্লাশি, বিজেপি নেতার গাড়ি আটকানোয় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং: ক্যানিং বাসন্তী সংযোগকারী মাতলা সেতুর মুখেই ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারে নির্বাচন কমিশনের তরফে নাকা তল্লাশির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পথে যাতায়াত করা গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। রবিবার দুপুরে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিজেপির এক নেতা (দলের ইলেকশন এজেন্ট)-এর গাড়ি আটকে তল্লাশি চালাতে গেলে ক্ষেপে যান ওই বিজেপি নেতা ও তাঁর সঙ্গে থাকা কর্মীরা। তাঁদের দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে গাড়ি তল্লাশি করতে দিতে চাননি তাঁরা। কিন্তু নাকা তল্লাশির দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ওই বিজেপি নেতার গাড়ি সম্পূর্ণ তল্লাশি করে তবেই গাড়ি ছাড়েন। যদিও বিজেপির দাবি তাঁদের গাড়ি বলেই এই তল্লাশি হয়েছে, তৃণমূলের গাড়ি হলে এই তল্লাশি হত না।

ভোটের টানে ঘরে ফেরা, বিশেষ ট্রেন চালু করল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে রাজ্যে ফেরার হিড়িক সামাল দিতে বড় পদক্ষেপ রেলের। যাত্রী চাহিদা মাথায় রেখে একাধিক বিশেষ ট্রেন চালুর ঘোষণা করা হয়েছে। মূলত ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ, যাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তাঁরা।

রেল সূত্রের দাবি, যাত্রীদের চাপ বাড়বে অনুমান করেই আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিলাসপুর রুট দিয়ে এই ট্রেনগুলি চলবে, পাশাপাশি হাওড়ামুখী দূরপাল্লার ট্রেন সময়মতো পৌঁছয়, তাও নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাত থেকে ফেরার চাহিদা বেশি হওয়ায় সেখানকার বিভিন্ন শহর থেকে সাঁতরাগাছি ও খড়গপুরমুখী বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে।

পুণে, লোকমান্য তিলক টার্মিনাস, ভালসাদ; একাধিক প্রান্ত থেকে নির্দিষ্ট দিনে ট্রেন ছাড়বে। এক যাত্রীর কথায়, ভোট দিতে ফিরতে পারব কি না চিন্তায় ছিলাম, এখন অনেকটাই স্বস্তি। অন্য এক শ্রমিকের বক্তব্য, টিকিট পাওয়া দুষ্কর ছিল, এই ট্রেন আমাদের ভরসা দিচ্ছে। দুই দফায় ভোটের আগে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। রেলের আশা, এই পদক্ষেপে ভিড় নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং যাত্রীরা সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Bhumika Tandi গত ইংরাজী 13/04/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Bhumika Tandi হইতে Rumaisa Begam নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজী 17/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 13047 নং এফিডেভিট বলে আমি Rumaisa Begam ও Bhumika Tandi D/o. Suresh Tandi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **ROHITA GOENKA SHARMA** W/o **PRATICK KUMAR SHARMA**, residing at H.No.- 172, Bidhanpally near Mata Mandir, Kharida, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN- 721301 shall henceforth be known as **ROHITA GOENKA** as declared In the Court of Ld Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 3911, Dated 17/03/ 2026. **ROHITA GOENKA SHARMA** and **ROHITA GOENKA** both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বস্তরের সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী নারায়ণ সরকার পিতা শ্রী সুবল সরকার- জাত পানবাগাড়া, থানা: কোতোয়ালি এবং পোঃ: মোহনপুর, জেলা: নদিয়া মূল রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল নং ১৩৩২/১৯৯৪, জাত বাজারে ১৩.০৪.২০২৬ তারিখে সকাল ৭ থেকে ৭.৩০ মধ্যে ফটোকপি করানোর সময়ে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট হারানোর বিষয়ে কোতোয়ালি থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ২০৩৬ তারিখ ১৮.০৪.২০২৬ দায়ের করা হয়। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এল পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন: ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল: joydeep_mookherjee@rediffmail.com

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর লারনেড দ্বিতীয় ফাস্ট ট্রাক কোর্ট, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
মিস আপীল নং - ৫৬/২০২৪
শ্রী বিজয় কুমার সাউ ... এ্যাপিলেন্ট
বনাম
শ্রী সন্দীপ ঘোষ দীং ... রেসপনডেন্টস্

এতদ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা হুগলীর লারনেড দ্বিতীয় সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন আদালতের প্রিয়েম্পসন মিস কেস ১৫/২০২৩ নং মোকর্দ্দমার গত ইংরাজী ২৪/৫/২০২৪ তারিখের রায়/আদেশ এর বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমার এ্যাপিলেন্ট **বিজয় কুমার সাউ** মহাশয় আপনি **সন্দীপ ঘোষ** (পিতা মৃত প্রদীপ রঞ্জন ঘোষ) সাকিম - হিন্দুস্থান পার্ক, শরৎ বোস রোড, থানা- গড়িয়াহাট, কোলকাতা- ৭০০০২৯, আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং মিস আপীল মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন এবং উক্ত নং মোকর্দ্দমায় আপনাকে ১নং রেসপনডেন্ট হিসাবে পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ উপরিলিখিত নং মোকর্দ্দমায় ও আদালতে হাজির হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইয়া যথাযথ আদেশ পাশ হইবে।

এ্যাপিলেন্টের তরফ নিযুক্তীয় উকিলবাবু
রঞ্জন পাল(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া কোর্ট, হুগলী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী(সেরেস্তাদার)
দ্বিতীয় ফাস্ট ট্রাক কোর্ট, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
Chief Administrative Officer,
District Judge’s Court,
Hooghly, 08/04/2026

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা কনক ধাড়া ওরফে কনকবালা ধাড়া**, স্বামী ৺অরুন কুমার ধাড়া, পিতা ৺বনমালী দাস, সাকিম তারকেশ্বর স্টেশন বাজার, ওয়ার্ড নং ৩, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়া বিগত ইং ২৭/১১/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., তারকেশ্বর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00094/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী পার্থ প্রতিম ধাড়া**, পিতা ৺অরুন কুমার ধাড়া, সাকিম তারকেশ্বর স্টেশন বাজার, ওয়ার্ড নং ৩, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরিকগণ **১)শ্রী বিষ্ণুপদ দাস, ২)শ্রী স্বপন কুমার দাস, ৩)শ্রীমত্যা মলয়া দাস, ৪)শ্রী ভাস্কর দাস, ৫)শ্রীমত্যা কল্পনা সাহানা**, মহাশয়/মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে, তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা কোলা, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৯৪ ও ১১৩৮ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৫৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৪ শতকের মধ্যে ১৫.৫ শতক সম্পত্তি, বিগত ইং ২২/০১/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00253/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী স্বপন ঘোষ** পিতা ৺কালিপদ ঘোষ, সাকিম নতুনগ্রাম, কোলা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি **শ্রী স্বপন ঘোষ** মহাশয় তাহার নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই, ১)বিগত ইং ২১/০৮/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06261/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রামপ্রসাদ ঘোষ** পিতা শ্রী শ্যামল ঘোষ, সাকিম নতুনগ্রাম বি.পি.আর. লাইন, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে ০৩ শতক সম্পত্তি, ২)বিগত ইং ২১/০৮/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06262/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুব্রত মাঝি** পিতা শ্রী শঙ্কর মাঝি, সাকিম নতুনগ্রাম বি.পি.আর. লাইন, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে ০৩ শতক সম্পত্তি, এবং ৩)বিগত ইং ১৫/১২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-08019/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুব্রত মাঝি** পিতা শ্রী শঙ্কর মাঝি, সাকিম নতুনগ্রাম বি.পি.আর. লাইন, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে ০৭ ছটাক ১৬ বর্গফুট বা ০.৭৫ শতক সম্পত্তি, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১) শ্রী রামপ্রসাদ ঘোষ** পিতা শ্রী শ্যামল ঘোষ, **২) শ্রী সুব্রত মাঝি** পিতা শ্রী শঙ্কর মাঝি, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২০শে এপ্রিল, ৬ই বৈশাখ, সোমবার। অক্ষয় তৃতীয়া তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তরী রবির মহাদশা। মৃতে এক দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে-তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি-বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ অক্ষয় তৃতীয়া। পরশুরাম দেব আবির্ভাব তিথি। গঙ্গা দেবীর মর্তে আগমন। শ্রী ভগীরথ পুজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ২০ এপ্রিল ২০২৬, ৬ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার

কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ও ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানা

শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আরজি করে ভর্তি হলেন জয় এস কামদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের গরমে রবিবার ভোরেই শহরে নামল কেন্দ্রীয় সংস্থা। বালিগঞ্জের ফার্ন রোডে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে পৌঁছে যায় ইডির দল। প্রায় একই সময়ে বেহালার জ্যোতিষ রায় রোডে ব্যবসায়ী জয় এস কামদারের বাড়িতেও শুরু হয় তল্লাশি। পরে গ্রেপ্তার হলেন জয় এস কামদার। যদিও সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথেই আচমকা শারীরিক অস্বস্তির কথা জানান ওই ব্যবসায়ী। তড়িঘড়ি তাঁকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। দীর্ঘ চার ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস জিজ্ঞাসাবাদ আর তল্লাশির শেষে হাতকড়া পড়ল 'সান এন্টারপ্রাইজ'-এর কর্ণধার জয় এস কামদারের হাতে। তদন্তকারীদের দাবি, গত পয়লা এপ্রিল তল্লাশি চালিয়ে এই ব্যবসায়ীর ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় সোয়া কোটি টাকা। নেপথ্যে ছিল এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আর্থিক লেনদেনের যোগসূত্র। অভিযোগের তির সরাসরি স্বর্ণ চোরাকারবারে অভিযুক্ত 'সোনা পাপ্পু' ওরফে বিশ্বরূপ পোদ্দারের দিকে। তদন্তের জালে আটক

হওয়ার পর থেকেই অসুস্থতার এই ঘটনাকে অনেকেই নিছক 'কৌশল' হিসেবে দেখছেন। বেহালার শান্ত পাড়ায় সাতসকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের কড়া নাড়াতেই অশনিসংকেত মিলেছিল। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, ভোররাত থেকেই গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছিলাম, তবে জেনেশুনে এমন কারবারে জড়িয়ে পড়া লোকের কপালে কষ্ট তো থাকবেই। অন্যদিকে আরজি করের এক চিকিৎসাকর্মী জানান, রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল হলেও রক্তচাপজনিত কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় আমরা বিশেষ পর্যবেক্ষণে রেখেছি। আপাতত হাসপাতালের চার দেওয়ালে কড়া প্রহরায় দিন কাটছে এই প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর। অন্যদিকে, শান্তনু সিনহা বিশ্বাস দীর্ঘদিন কালীঘাট থানার দায়িত্বে ছিলেন। এখন তিনি ডিসি পদে। ভোর ছ'টার আগেই তাঁর ফ্ল্যাটে ঢোকেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তল্লাশি চলছে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ছেলের কোচিং সেন্টারেও। দীর্ঘ সময় ধরে চলে খানাতল্লাশি। নথিপত্র, ইলেকট্রনিক যন্ত্র খুঁটিয়ে দেখা হয়। ইডি সূত্রের দাবি, নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই এই অভিযান।

শালীনতার বাইরে গিয়ে অভয়ার মাকে আক্রমণ না করার পরামর্শ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষের সমর্থনে রবিবার বিকেলে পানিহাটিতে রোড শো করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি শরৎপল্লি উকিল বাড়ি মোড় থেকে এইচ বি টাউন মোড় পর্যন্ত রোড শো করেন। রোড শো শেষে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পানিহাটিতে যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। শালীনতার বাইরে গিয়ে কেউ বিজেপি প্রার্থীকে আক্রমণ করবেন না। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে অভিষেক বলেন, ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছিল সেই সঞ্জয় রাইকে সিবিআই এখনও শাস্তি দিতে পারল না। অথচ প্রায় দেড় বছর ধরে তদন্ত চলছে। অভিষেক বলেন, ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অপরাজিতা বিল আনা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার তরফে সেই বিল রাজ্যপালের মাধ্যমে দেড় বছর আগে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। অভয়ার মায়ের কাছে তাঁর আবেদন, আগামী ২৪ এপ্রিল সভামঞ্চে প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন রাষ্ট্রপতিকে সম্মতি দিতে যাতে অপরাজিতা বিল পাশ হয়। অভিষেকের কথায়, বিজেপি

দোষীদের শাস্তি চায়নি। বিজেপি যেভাবে অভয়ার ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করেছে। আগামীদিনে সোদপুর-পানিহাটির মানুষ এর জবাব দেবে। তাঁর সংযোজন, এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম শহিদ পানিহাটির প্রদীপ কর। দীর্ঘ চার মাস ধরে প্রায় ২০০ জন মারা গেছে। একটাও মানুষের পাশে গিয়ে বিজেপির কোনও নেতা দাঁড়ায়নি। মহিলা সংরক্ষণ বিল ইস্যুতে অভিষেক বলেন, বিজেপি এখন বিভিন্ন জায়গায় বলছে, মহিলা সংরক্ষণ বিল নাকি তৃণমূল পাশ করতে দেয়নি। তাঁর দাবি, মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০২৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাশ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, অল্প বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে পানিহাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এপ্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, বামআমলে দেড়-দু'মাস পানিহাটিতে কোমড় অবধি জল জমে থাকত। যারা পানিহাটির জমাজল দূর করতে পারেনি। তাঁরা বড় বড় ভাষণ দেওবার যোগ্য নয়। তাঁর আশ্বাস, আগামীদিনে পানিহাটির দু'তিনটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জমাজলের হাত থেকে নিস্তার পাবেন।

আজ আই-প্যাক কর্তার তলব, টাকার হদিসে নতুন চাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাককে ঘিরে অর্থ তছরুপের অভিযোগে তদন্তে গতি বাড়াল কেন্দ্রীয় সংস্থা। সংস্থার অন্যতম কর্তা ঋষি রাজ সিংহকে আজ সোমবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। সূত্রের দাবি, অবৈধ পথে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ ঘিরেই এই তলব। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ নথিভুক্ত না করে ঘোরানো হয়েছে বলে সন্দেহ। এক আধিকারিকের কথায়, একাধিক অসঙ্গতি মিলেছে। হিসাবের বাইরে টাকা চলাচলের প্রমাণ খোঁজা হচ্ছে। এই মামলায় আগেই সংস্থার আর এক কর্তা বিনেশ চন্দেল গ্রেপ্তার হয়েছেন।

দিল্লি পুলিশের মামলার সূত্র ধরে শুরু হওয়া এই অনুসন্ধানে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার 'অপরাধলব্ধ অর্থ' পাচারের ইঙ্গিত মিলেছে বলে দাবি। অভিযোগ, ভুয়ো বিল, অযৌক্তিক ঋণ ও তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অর্থ আদানপ্রদান; এই সব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

এপ্রিলের শুরুতে বেঙ্গালুরুর বাসভবনে তল্লাশি চালানো হয় ঋষির। তদন্তকারীদের দাবি, এই মামলার যোগ রয়েছে কয়লা দুর্নীতির সঙ্গেও। এদিকে, সংস্থার কলকাতা দপ্তরে আগের তল্লাশি ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও কম হয়নি।

মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডের সমর্থনে তৃণমূলের তারকা সাংসদ রচনা ব্যানার্জির প্রচার।

৭ লক্ষ নতুন ভোটার, তালিকায় এগিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের বাদ্যি বেজে গেছে। তার আগেই ভোটার তালিকা ফুলেফেঁপে উঠল। খসড়া প্রকাশের পর থেকে মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত রাজ্যে নতুন নাম যোগ হয়েছে ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮২৪। শনিবার এই সংখ্যা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের হিসাবে, প্রথম দফায় তালিকায় ঢুকেছে ৩ লক্ষ ২২ হাজার ১৭ জন। দ্বিতীয় দফায় আরও ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৪৭ জন। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা বেরোনোর দিনেই নতুন ভোটার ছিল ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০৭। পরের এক মাসে যুক্ত হয়েছে আরও পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি। জেলাভিত্তিক ছবিতে সবার আগে উত্তর চব্বিশ পরগনা। কলকাতাও আছে উপরের সারিতে। হাওড়া, হুগলি ও পূর্ব মেদিনীপুর; এই তিন জেলাও প্রথম পাঁচে। তবে এই তিন জেলার নির্দিষ্ট সংখ্যা কমিশন জানায়নি। উত্তর ২৪ পরগনায় ৭১ হাজারের বেশি নতুন ভোটার রয়েছে। কলকাতায় প্রায় ৪৪ হাতার। এখন রাজ্যে মোট ভোটার ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৫১ হাজার ৮ জন। পুরুষ ৩ কোটি ৪৯ লক্ষের বেশি, মহিলা ৩ কোটি ৩৩ লক্ষের বেশি, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১২৫৭ জন। কমিশনের এক কর্তা বললেন, বিচারাধীন মামলা মিটলে সংখ্যাটা আরও বাড়বে। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২ আসনে ভোট। তার আগে এই সংযোজন ভোটের অঙ্কে নতুন মাত্রা যোগ করল। তবে কমিশনের তথ্যেই উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা পুরুষদের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হারে কমেছে। খসড়া তালিকাতেও এই একই চিত্র দেখা গিয়েছিল।

আইপ্যাক বন্ধের খবর 'ভুয়ো', দাবি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের বাজারে আইপ্যাককে ঘিরে ধোঁয়াশা আরও ঘনাল। শুক্রবার অভ্যন্তরীণ ইমেলে সংস্থার কর্মীদের ২০ দিনের ছুটিতে পাঠানোর খবর ছড়াতেই শোরগোল পড়ে। ইমেলে বলা হয়, ১১ মে-র পর ফের যোগাযোগ করা হবে। সঙ্গে জোড়া হয়, আইনকে আমরা সবসময় সম্মান করি। আইনি প্রক্রিয়ায় পুরো সহযোগিতা করছি। নির্দিষ্ট সময়ে সুবিচার মিলবে বলেই বিশ্বাস। কর্মীদের ধৈর্য ধরার বার্তাও দেওয়া হয়। ঘটনার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থার সক্রিয়তা। কিছুদিন আগেই ইডি আইপ্যাকের কলকাতার দপ্তর ও কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে

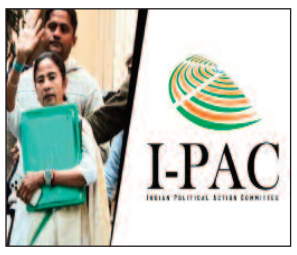

তল্লাশি চালায়। সে সময় ঘটনাস্থলে যান বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ ওঠে, তল্লাশির মাঝেই তিনি কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে যান। তখন তাঁর তোপ ছিল, বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তৃণমূলের রণকৌশল চুরি করতে চাইছে। মামলা এখন শীর্ষ আদালতে। এর মধ্যেই কয়লা কেলেঙ্কারিতে নয়াদিল্লিতে গ্রেপ্তার হন সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিনেশ চান্দেল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল, গণতন্ত্র নয়, এটা ভীতি প্রদর্শন। এই আবহেই বেলা বারোটা নাগাদ পাল্টা বিবৃতি দেয় তৃণমূল। দাবি উড়িয়ে দিয়ে দলের বক্তব্য, আইপ্যাকের দল রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। প্রচারের পরিকল্পনা পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনেই চলছে। তাদের অভিযোগ, নির্বাচনের মুখে বিভ্রান্তি ছড়াতেই এই ভুয়ো খবর রটানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার শাসকদলের পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে কাজ করছে আই প্যাক। ছাব্বিশের নির্বাচনেও তৃণমূলকে সাহায্য করছে আইপ্যাক। ভোটের ঠিক আগে রণকৌশলীর ভূমিকা নিয়ে এই পরস্পরবিরোধী বার্তায় অস্বস্তি বাড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কড়া নজরদারির জালে মোড়া প্রথম দফা, একাধিক নজিরবিহীন সতর্কতা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আর মাত্র চার দিন। তার পরেই রাজ্যের প্রথম দফার ভোট। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ভোটকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ রাখতে নজিরবিহীন কড়াকড়ি চালু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। প্রশাসনের এক কর্তা জানালেন, ভোটার যাতে নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারেন, তার জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বুথ এখন কার্যত নজরবন্দি। ভেতর-বাইরে ক্যামেরা, সরাসরি সম্প্রচার, আর নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ নজর; সব মিলিয়ে এক বহুপর্দা সুরক্ষা বলয়। বুথের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভোটার ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। এক প্রবীণ ভোটার বললেন, এত কড়াকড়ি আগে দেখিনি, তবে এতে নিরাপত্তা বাড়বে বলেই মনে হয়। ভোটারের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য থাকছেন নির্দিষ্ট কর্মী ও আধিকারিক। মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা; প্রয়োজনে জমা রেখে ঢুকতে হবে। বুথের ভেতরে আবার দ্বিতীয় দফায় যাচাই হবে পরিচয়পত্র। প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবে লাঠিধারী পুলিশ, পাশাপাশি সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রস্তুত থাকবে যে কোনও পরিস্থিতি সামলাতে। গোলমাল হলেই তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপের নির্দেশ। নজরদারির জন্য থাকছে বিশেষ পর্যবেক্ষক ও দেহে পরিধেয় ক্যামেরা। এক তরুণ ভোটারের কথায়, যদি নিয়মগুলো কঠোর ভাবে মানা হয়, তা হলে হিংসার জায়গা থাকবে না। এখন দেখার, ভোটের দিন ছবিটা সত্যিই বদলায় কি না।

বেলেঘাটায় রাস্তা অবরোধ ঘিরে বিতর্ক, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে বেলেঘাটায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল রাস্তা অবরোধকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, আগামী ২০ এপ্রিল শাসকদলের জনসভাকে ঘিরে ১৯ তারিখ সকাল থেকেই বেলেঘাটা মেন রোড কার্যত অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ফলে বাস, অটো-সহ সমস্ত যান চলাচল বন্ধ হয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নিত্যযাত্রী, অফিসযাত্রী ও পড়ুয়ারা। এই পরিস্থিতিতে বামেদের তীব্র আক্রমণ। তাঁদের দাবি, একদিন আগে থেকেই প্রধান সড়ক বন্ধ করে দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সাধারণ মানুষের জীবন থমকে গিয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগ, তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচির অনুমতি 'অকারণে' বাতিল করা হয়েছে, যা প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত দেয় বলেই মত বিরোধীদের।

আরও এক ধাপ এগিয়ে পুলিশের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তুলেছেন বাম নেতৃত্ব। তাঁদের কথায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নির্বাচনী আচরণবিধি মানার ক্ষেত্রে পুলিশের নিরপেক্ষতা কোথায়, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। ভোটের আগে সম্ভাব্য দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বাম শিবির। তাদের বক্তব্য, কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে জানানো হোক। এতে ভোটারদের আস্থা বাড়বে। পুরো ঘটনায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ভয়মুক্ত পরিবেশ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে।

প্রচারে অনুমতিতে বাধা পেয়ে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোট প্রচারে অনুমতিতে বাধার অভিযোগ তুলে রবিবার সকালে জগদ্দল থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। দলীয় কর্মীরা থানার সামনে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিষয়ে জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার বলেন, ভাটপাড়া পুরসভার ১৯, ২০ ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি প্রচারের জন্য তিনি গত ১৫ এপ্রিল জগদ্দল থানায় আবেদন করেছিলেন। কিন্তু শনিবার রাত পৌনে বারোটা নাগাদ থানা থেকে জানানো হয় ওই আবেদন বাতিল

করা হয়েছে। অথচ প্রচারের অনুমতি মিলছে তৃণমূলের ক্ষেত্রে। তাঁর দাবি, তৃণমূলের মদতে এসব করা হচ্ছে। অনুমতি বাতিলের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের তিনি দাবি করেছেন। তবে থানার অফিসার যারা অনুমতি বাতিলের ক্ষেত্রে জড়িত আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেবার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাবেন। প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তথা জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমারের দাবি, তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই তাঁকে প্রচারে আটকাতে পুলিশকে ব্যবহার করছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজেশ কুমার আরও দাবি করেন, ৯৫ শতাংশ পুলিশ ভালো। কিন্তু ৫ শতাংশ পুলিশ এখনও চটিচাটা। শেষ মুহূর্তের প্রচারের অনুমতি বাতিল করে দিয়ে কেন বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করা হল না, তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।

দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে গরম, কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিলেন আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি একথা জানান। তাঁর মতে, আগামী তিন দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলিতে গরম বেশি অনুভূত হবে। তবে গরমের মাঝেও কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও কোনও জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া ২৫ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যা কিছুটা

হলেও গরমের হাত থেকে স্বস্তি দিতে পারে। অন্যদিকে, কলকাতাতে তাপমাত্রা বেড়ে ৩৫ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ২৫ এপ্রিল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

মাছের ঝোলে ভোটের নুন, বাঙালিয়ানার দখল নিয়ে দুই শিবিরের টানাপড়েন

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বৈশাখের দুপুর। রোদে পুড়ছে কলকাতা। তার চেয়ে বেশি পুড়ছে ভোটের ময়দান। হেঁশেল থেকে রাজপথ, সর্বত্র এখন একটাই আলোচনা; মাছ। তৃণমূলের মিছিলে ঝুলছে অতিকায় রুই। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, শিল্প-কর্মসংস্থানের প্রশ্নে কোণঠাসা শাসকদল এখন 'বাঙালি অস্মিতা'র তাসে নজর ঘোরাতে মরিয়া। তাদের মতে, এই 'মীন-বিলাস' আদতে গভীর সংকটেরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু পালটা সুরও চড়ছে। বিজেপিকে 'বহিরাগত' বলে দাগিয়ে দিলেও উত্তর ২৪ পরগনার এক হাটে দাঁড়ানো ভোটারের গলায় উলটো প্রশ্ন। তাঁর সাফ কথা, মাছ আমরা চিরকাল খাই, সেটা নিয়ে মিছিলে আদিখ্যেতার কী আছে? সীমান্ত দিয়ে যেভাবে অনুপ্রবেশ বাড়ছে, তাতে আমাদের সংস্কৃতি আর রুজি দুটোই তো আজ বিপন্ন। বিজেপির প্রচারের মূল সুরও সেখানেই বাঁধা। তাদের অভিযোগ, বাংলার ভাষাকে তোয়াক্কা না করা অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক হিসেবে লালন করাই নাকি তৃণমূলের 'মাছ-রাজনীতি'র আসল অঙ্ক। মোদী বনাম মমতার দ্বৈরথে তাই এবার মিশে গিয়েছে হেঁশেলের গন্ধ। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর গলায় বাংলা ভাষা রক্ষার ডাক, অনুপ্রবেশ নিয়ে হুঁশিয়ারি। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর পালটা; বিজেপি 'বহিরাগত', আর এসআইআর ইস্যুতে লড়াই। দুই পক্ষই বোঝাতে চাইছে, বাঙালির স্বার্থরক্ষার ঠিকাদারি তাদেরই। মাছ নিয়ে তরজা তুঙ্গে। বিজেপির স্পষ্ট অভিযোগ, তৃণমূল সরকারি স্তরে

রটাচ্ছে যে গেরুয়া শিবির ক্ষমতায় এলে রাজ্যে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হবে। এক গেরুয়া নেতার হুঙ্কার, নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে এখন মানুষের পাতে বিভাজন তৈরি করছে ঘাসফুল। আমরা লড়ছি অনুপ্রবেশ আর তোষণের বিরুদ্ধে, ওরা রুই মাছ দেখিয়ে চোখ বাঁধতে চাইছে। সংস্কৃতির ময়দানেও জোর লড়াই। পয়লা বৈশাখের সকালে রবীন্দ্রসংগীতের শোভাযাত্রা, ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ; সবই এখন প্রচারের অঙ্গ। পুরুলিয়ার ছৌ নাচ উঠে এসেছে কলকাতার রাস্তায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের ছবি ঝুলছে ব্যানারে। 'জয় মা কালী' স্লোগানে শাক্ত পরম্পরাকে আপন করে নিতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূলের মিছিলে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে এক প্রবীণ নাগরিকের খেদ, সারা বছর যারা মহাপুরুষদের আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়, ভোটের সময় তাদের হাতে রবীন্দ্রনাথ মানায়?

বিজেপির বক্তব্য, আসল বাঙালি হওয়ার শর্ত মাছ-ভাত নয়, বরং বাংলার মাটি থেকে অনুপ্রবেশকারীদের উৎখাত করা। তাদের দাবি, তৃণমূলের 'বহিরাগত' তকমা আসলে হারানো জমি ফেরত পাওয়ার শেষ চেষ্টা। এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষকের মন্তব্য, ভোট আসে, ভোট যায়। কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতি কি কেবল রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়েই থাকবে? সব মিলিয়ে এবারের বঙ্গভোট যেন পরিচয়পত্রের লড়াই। মাছের কাঁটা থেকে মহাপুরুষের ছবি; সবই দাবার ঘুঁটি। বাঙালির আবেগ এবার আর ছদ্মবেশে ভুলবে কি না, তার উত্তর দেবে ব্যালট বাক্সই।

সম্পাদকীয়

প্রতিরক্ষায় নতুন দিশা, রাশিয়া ও ভারতের ‘রেসিপ্রোক্যাল এক্সচেঞ্জ অফ লজিস্টিক সাপোর্ট’ চুক্তি

ভসরতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বড়সড় সাফল্য মোদি সরাকারের। পুরনো বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে ‘রেসিপ্রোকল এক্সচেঞ্জ অফ লজিস্টিক সাপোর্ট’ চুক্তি অবশেষে কার্যকর হতে চলেছে। ঐতিহাসিক ভাবেই অনেক বছর ধরে ভারত ও রাশিয়া বন্ধু রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার সমর্থন এখনও ভুলতে পারেনি ভারতের জনগণ। সেই বন্ধুত্বকে আরও নিবিড় করতে ২০২৫ সালে অভিনব প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিল ভারত ও রাশিয়া। যার পোশাকি নাম ছিল ‘রেসিপ্রোকল এক্সচেঞ্জ অফ লজিস্টিক সাপোর্ট’। ছাব্বিশে এসে অবশেষে কার্যকর হতে চলেছে সেই চুক্তি। আপাতত ৫ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে এই চুক্তি। ৫ বছর পর যৌথ সম্মতিতে তা বাড়ানো হতে পারে বলেই জানা গিয়েছে। এই চুক্তি কার্যকরের পথে যেতেই পৃথিবীর অনেক দেশই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই আবহে বাকি দুনিয়াকে আশ্বস্ত করে মস্কো ও নয়াদিল্লি সাফ জানিয়ে দিয়েছে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এই চুক্তি কোনও যুদ্ধের জন্য নয়। এটি শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ, যৌথ সামরিক মহড়া ও লজিস্টিক সাহায্যের জন্যই কার্যকর করা হচ্ছে। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য সামরিক ক্ষেত্রে দুই দেশের বন্ধুত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই চুক্তি কার্যকরের ফলে ভারত ও রাশিয়ার সামরিক সহযোগিতা আরও উন্নত হবে। এখন প্রশ্ন হল। কী আছে এই চুক্তিতে? এই চুক্তি করে ভারতেরই বা কী লাভ? এখনও পর্যন্ত যেটুকু জানা গিয়েছে, এই সামরিক চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশ পরস্পরের মাটিতে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার অনুমতি পাবে। যেখানে সেনাঘাঁটি তৈরি করা ছাড়াও একে অপরের বিমানঘাঁটি ও বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। এই চুক্তিতে সবরকম লজিস্টিক সাপোর্টও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যার মধ্যে রয়েছে জ্বালানি, জল, মেরামতি ও ।প্রযুক্তির। আদানপ্রদান। এই চুক্তিতে আকাশপথে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল ও বিমান সংক্রান্ত পরিষেবাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। রাশিয়ার মতো দেশের সঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে এতবড় সমঝোতা নিঃসন্দেহে মোদি সরকারের বড় সাফল্যের নজির হয়েই থাকবে।

শব্দছক ১৩৬

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. গর্দভ ২. আলাপন ৪. এক প্রকার ছোট মাছ ৬. রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যে শহর থেকে পরিচালিত হয় ৮. কাশি ১০. তল ১১. সঙ্গীতে স্থায়ী ও সঞ্চারীর মধ্যবর্তী অংশ ১২. খরগোশ ১৪. সাল ১৬. সংগ্রহ ১৭. পুরুষ পুরবাসী ১৯. কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপনারীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব ২০. আপামর জনতা ২১. অত্যন্ত

ওপর-নিচ: ১. দান ২. পচনক্রিয়া ৩. চন্দ্রের মত অঙ্গ ৪. প্রতিবন্ধক ৫. জঙ্গল ৭. জলের আশ্রয় ৯. ধনুক ১৩. জোরে হাওয়া বওয়ার ভাব শব্দ ১৫. নৃপতি ১৬. মন্দকাজের সংগঠন ১৭. প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ১৮. রসগোল্লার মিষ্টি তরল

সমাধান ১৩৫ — পাশাপাশি: ১. মহিমা ৩. সহসা ৫. দুর্ভেদ্য ৬. জপ ৮. রগর ১০. প্রতি ১২. পয়ারছন্দ ১৪. অবধারিত ১৬. মাচা ১৭. হড়পা ১৯. বক ২১. লক্ষ্মণ ২২., ললনা ২৩. নন্দন

ওপর-নিচ: ১. মন্থর ২. মাদুর ৩. সদ্যপ্রয়াত ৪. সাজ ৭. পছন্দ ৯. গরব ১১. তির ১২. পরিচালনা ১৩. ছক্কর ১৪. অর্ণব ১৫. ধামা ১৭. হনন ১৮. পাষান ২০. কল

আজকের দিন

- **১৯৭২** — অ্যাপোলো ১৬ লুনার মডিউল চাঁদে অবতরণ করে।
- **১৯৯৯** — কলোরাডোতে দুইজন ছাত্র কলম্বাইন হাই স্কুল হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ১৩ জনকে হত্যা করে।
- **২০১০** — ডিপওয়াটার হরাইজন ড্রিলিং রিগে একটি বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত হন এবং মেক্সিকো উপসাগরে ব্যাপক তেল ছড়িয়ে পড়ে।

জন্মদিন

১৯৩৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাড়িয়া মুণ্ডার জন্মদিন।*

১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ববিতার জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এন চন্দ্রবাবু নাইডুর জন্মদিন।*

ববিতা

স্যার সম্পর্কে আরও কিছু কথা

যুধিষ্ঠির

কিছুদিন আগেই এসআইআরএর বিচারাধীন ষাট লক্ষ আবেদনকারীর সার্টিফিকেট পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। দেখা গেল ষাট লক্ষের মধ্যে সাতাশ লাখ মানুষের নাম বাদ গেছে। একথা সবাই জানি বাদ পড়া প্রত্যেক ব্যক্তিই কিন্ত ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয়েছেন বা হবেন। প্রশ্নটা হল প্রায় সাত'শো জন কোর্ট অফিসারের ষাট লক্ষ দস্তাবেজের মীমাংসা করতে এত দিন সময় লাগল, তবে কি করে মাত্র উনিশটি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল অল্প দিনের মধ্যেই সাতাশ লাখ মানুষের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন, যদি ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়ানো না হয়। কারণ ট্রাইব্যুনালে তো শুধু নথি পরীক্ষা করা হবে না, সম্ভবত সবাইকে শুনানিতে ডাকা হবে। এরপর নিঃসন্দেহে আসবে উচ্চতর আদালতে অ্যাপিলের প্রশ্ন। অন্য দিকে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন ট্রাইব্যুনাল স্বীকৃত কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি আমাদের খালি চোখেই কিন্ত ধরা পড়ল নির্বাচন কমিশন গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্ভবত একটা মস্ত ভুল করে বসে আছেন। কয়েক মাস আগে যখন নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে আনম্যাচড ব্যক্তিদের ফোন করে বা মেসেজের মাধ্যমে উল্লেখিত বারোটা নথির মধ্যে যে কোনও একটি নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন এও বলা হয়েছিল যে, আনম্যাচড ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট নিয়ে স্বশরীরে বিএলওর কাছে জমা দিতে আসার কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁদের বদলে তাঁদের আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশী যে কেউ এসে সার্টিফিকেট জমা দিলেই হবে। নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশটা কিন্ত লখীন্দরের বাসরঘরে একটা ছোট্ট ছিদ্র তৈরি করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আরে যদি কেউ অন্য দেশ থেকে ভোটের সময় এই দেশে তথা এই রাজ্যে এসে ভোট দিয়ে ফিরে ফিরে যান (যেমন অভিযোগ উঠছে), সেই বিদেশীদের জাল নথি তো যে কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদেরকে প্রতিবেশী দাবি করে বিএলওর কাছে জমা দিয়ে যেতে পারেন।

এই ব্যাপারে ইআরও, এইআরও বা বিএলওদের কোনও দোষ দেওয়া উচিত না, কারণ তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করেছেন। সম্ভবত এই নির্দেশের সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু অঞ্চলে দুধে জল মেশানোর বদলে জলে দুধ মেশানো হয়ে গেছে। বলতে চাই শুরুতে যে ভাবে উচ্চ প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এসআইআর পরিচালনা করতে দেখা যাচ্ছিল, এই নির্দেশটা কিন্ত তার সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়।

সার্বিকভাবে গোড়ার দিকে নির্বাচন কমিশন কিন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তৃণমূল স্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এসআইআর পরিচালনা করছিলেন। তাঁরা নিশ্চিত করছিলেন, যেন কোনও অনুপ্রবেশকারী অথবা অন্য দেশের নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় না থাকে। অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে কখনও এই নির্বাচন কমিশনই আমাদের অবাক করে একেবারে গতানুগতিক রাস্তায় নির্বাচন তথা এসআইআরএর কাজগুলো পরিচালনা করছেন। যদি এর উত্তর খুঁজতে বসি তাহলে কিন্ত এই ব্যাপারে একটা জনশ্রুতির কথাই সম্ভবত একমাত্র উত্তর হতে পারে। বিভিন্ন মহল থেকে শোনা যাচ্ছে, কে বা কাঁরা নাকি মেঘনাদের মতই নিজেকে আড়ালে রেখে মাঝে মধ্যেই নির্দেশ দিচ্ছেন নির্বাচন কমিশনকে। এও শোনা যাচ্ছে এই মেঘনাদ বা মেঘনাদরা (যেই হোন) নাকি কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। দেশের সুরক্ষার জন্যই নাকি এঁরা নিয়োজিত। যদি তাই হয়, তবে কিন্ত নিঃসন্দেহে এঁরা জনবিন্যাস বদল তথা অনুপ্রবেশ রোখার জন্য কাজ করছেন। নির্বাচনে কোন দল জিতল আর কোন দল হারল সেটা এঁদের কাছে একেবারেই গৌণ। তাই বলা চলে কোনও দলের জয় পরাজয় নয়, বরং এই দেশটাকে আরেকটা সিরিয়ায় পরিণত হতে না দেওয়াই মনে হয় এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। এসআইআর এই গোটা প্রক্রিয়ার একটা প্রাথমিক ধাপ মাত্র।

যাইহোক আমাদের দাবি হল শুধুমাত্র অনুপ্রবেশ বন্ধ করলেই কিন্ত সব কাজ শেষ হবে না। একথা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, কোনও আইনত এবং বৈধ ভারতীয় নাগরিকের নাম যেন ভোটার তালিকা থেকো বাদ না যায়। ভোটারদের ধর্ম, বর্ণ, জাত, ভাষা বা অন্য পরিচয় একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৈধ ভারতীয় ভোটারদের কাউকে বাদ দেওয়াটাই অবাঞ্ছিত।

শেষে বলি এই প্রসঙ্গে এদেশে বসবাসকারী মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কথা কিন্ত ভুলে যাওয়া অনুচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দেড় থেকে দু কোটি ভোটার হচ্ছেন মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। একথাও ঠিক মতুয়াদের একটা বড় অংশই কিন্ত বাংলাদেশ বা অন্য দেশ থেকে আক্ষরিক অর্থে এক কাপড়ে প্রাণ এবং সম্মান বাঁচানোর তাগিদে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এঁদের কাছে দেশের কোনও জমির দলিল অথবা এদেশের কোনও মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড নেই। মনে হয় এঁদের কাছে বারোটা নির্ধারিত দলিলের একটাও নেই। এঁদের সমস্যা সমাধান করতে পারে একমাত্র সিএএ আইন অনুযায়ী দেশের নাগরিকত্ব। অন্য দিকে এও শোনা গেল এঁদের একাংশকে নাকি এই বলে বোঝানো হয়েছে যে, সিএএ অনুযায়ী দরখাস্ত করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে বর্তমানে তাঁরা এদেশের নাগরিক নন। তাই যত সুযোগ সুবিধা তাঁরা এত দিন ধরে পেয়েছেন, সব ফেরত দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই মতুয়াদের একাংশ ভয় পেয়ে সিএএ অনুযায়ী দরখাস্ত করেন নি। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে এঁদের পক্ষে ভোটার তালিকায় নাম তোলা খুবই শক্ত। শোনা যাচ্ছে সম্প্রতি নাকি কোনও কোনও জায়গায় সিএএর জন্য দরখাস্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্যাম্প খোলা হয়েছিল, কিন্ত সম্ভবত আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। তাই বলা চলে মতুয়ারা এই নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দিতে চান সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এঁরা এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিনা সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

যাইহোক আগামী বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তেইশ এবং উনত্‌শি এপ্রিল তারিখে। খুব আশা করে আছি যোগ্য ভোটাররা সবাই যেন নির্ভয়ে নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে সক্ষম হন। নির্বাচনে কোন দল জিতল আর কোন দল হারল সেটা আপাতত গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আগামী নির্বাচন যেন জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন হয়। একমাত্র তবেই মনে করব গণতন্ত্র জিতেছে।

পবিত্র তিথি অক্ষয় তৃতীয়ার ভাবনা

রূপম চক্রবর্ত্তী

অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে জন্ম নিয়েছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। বেদব্যাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়। এদিনই রাজা ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। এদিনই কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। এদিনই কুবেরের লক্ষ্মী লাভ হয়েছিল বলে এদিন বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। এদিনই ভক্তরাজ সুদামা শ্রী কৃষ্ণের সাথে দ্বারকায় গিয়ে দেখা করেন এবং তাঁর থেকে সামান্য চালভাজা নিয়ে শ্রী কৃষ্ণ তাঁর সকল দুঃখ মোচন করেন। এদিনই দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে যান এবং সখী কৃষ্ণাকে রক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ। শরণাগতের পরিত্রাতা রূপে এদিন শ্রী কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে রক্ষা করেন। এদিকে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথ নির্মাণ শুরু হয়। কৃষকদের জন্য, এটি নতুন বছরের শুরুর জন্য একটি শুভ দিন হিসাবে বিবেচিত হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে কৃষি কাজ শুরু করলে শুভ ও সমৃদ্ধি আসবে। কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস যে, এই তিথিতে চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় রোহিণী এগিয়ে থাকলে ফসলের মঙ্গল হবে আর পিছিয়ে থাকলে ফলন ভালো হবে না। অক্ষয় তৃতীয়ায়, রাজস্থানে বৃষ্টির জন্য একটি শক বের করা হয় এবং বৃষ্টি কামনা করা হয় এবং মেয়েরা ঘরে ঘরে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে গান গায়। ছেলেরা ঘুড়ি ওড়ায়। ‘সাতঞ্জা’ (সাত শস্য) দিয়ে পূজা করা হয়। মালওয়ায়, নতুন কলসির উপরে তরমুজ এবং আম্রপাত্র রেখে পূজা করা হয়।

অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সংস্কৃত ভাষায়, ক্ষ্মঅক্ষয়ক্ষ্ম শব্দটি ক্ষ্মসমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ, সাফল্যক্ষ্ম, ক্ষ্মত্রিত্যক্ষ্ম অর্থ ক্ষ্মতৃতীয়ক্ষ্ম,ক্ষ্মঅর্থে অবিস্মরণীয়, চিরস্থায়ী, সর্বদা নিকৃষ্টতমক্ষ্ম। হিন্দু ক্যালেন্ডারে ভাস্কাকের বসন্ত মাসের ক্ষ্মতৃতীয় চন্দ্র দিনক্ষ্ম এর নামকরণ করা হয়, এটি যেদিন পালন করা হয়। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে, এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। যদি ভালো কাজ করা হয় তার জন্যে আমাদের লাভ হয় অক্ষয় পূণ্য আর যদি খারাপ কাজ করা হয় তবে লাভ হয় অক্ষয় পাপ। আর এদিন পূজা, জপ, ধ্যান, দান, অপরের মনে আনন্দ দেয়ার মত কাজ করা উচিত। যেহেতু এই তৃতীয়ার সব কাজ অক্ষয় থাকে তাই প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হয় সতর্কভাবে। কেদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর যে মন্দির ছয়মাস বন্ধ থাকে এইদিনেই তার দ্বার উদ্‌ ঘাটন হয়। দ্বার খুললেই দেখা যায় সেই অক্ষয়দীপ যা ছয়মাস আগে জ্বালিয়ে আসা হয়েছিল।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, অক্ষয় তৃতীয়ায় বিষ্ণুর পুজো করলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। একইসঙ্গে বিষ্ণু ও শিবের পুজো করলেও ফল পাওয়া যায়। গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া সম্ভব না হলে বাড়িতেই গঙ্গাজলে স্নান করার পর বিষ্ণুমূর্তিতে চন্দন মাখাতে হবে। এর সঙ্গে দিতে হবে তুলসিপাতা। সম্ভব হলে বেলফুলও দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি দিয়ে পঞ্চমৃত তৈরি করা যেতে পারে। পুরাণ অনুযায়ী, মহাভারতে পাণ্ডবরা যখন নির্বাসনে ১৩ বছর কাটিয়ে ফেলেন, তারপর একদিন ঋষি দুর্বাসা তাঁদের আস্তানায় প্রবেশ করেন। দ্রৌপদী তাঁকে অক্ষয় পাত্রে খেতে দেন। এই আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে দুর্বাসা বলেন, ‘আজ অক্ষয় তৃতীয়া। আজ যে ছোলার ছাতু, গুড়, ফল, বস্ত্র, জল ও দক্ষিণা দিয়ে বিষ্ণুর পুজো করবে, সে সম্পদশালী হয়ে উঠবে।’

অক্ষয় তৃতীয়ায়, একজন ব্যক্তি স্নান, দান, জপ, তপস্যা, হবন প্রভৃতি কর্মের শুভ ও চিরজ্ঞ ন্ন ফল লাভ করে। অক্ষয় তৃতীয়ায় এই জিনিসগুলি দান করুন ‘স্নাত্বা হুত্বা চ দত্ত্বা চ জপত্ওয়ানন্তফলম্ লভেত্।’ শাস্ত্র মতে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে জলভর্তি কলস, পাখা, পাখা, জুতা, ছাতা, গরু, জমি, সোনার ঘট ইত্যাদি দান করা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হয়। এই দানের পিছনে লোকবিশ্বাস হল যে এই দিনে দান করা সমস্ত জিনিস গ্রীষ্মকালে স্বর্গে প্রাপ্ত হবে। এই উপবাসে কলস, কুলহাদ, সাকোড়া ইত্যাদি রেখে পূজা করা হয়। এদিন অনেক বাড়িতেই পুজো করা হয়। অনেকেই জানেন না যে এই পুজোতে কী কী লাগবে। তাই এই পুজোর জন্য যা যা উপকরণ দরকার, তার একটি ফর্দ দেওয়া হল। যেমন- সিদুঁর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগর্ব্য, তিল, হরিতকী, ফুল, দুর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, প্রদীপ, ধূনা, মধুপর্ক বাটি ২, আসনাঙ্গুরীয় ২, দই, মধু, চিনি, ঘি, পুজোর জন্য কাপড় ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ২,কুচো নৈবেদ্য ১, সভোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, বস্ত্র ১, পাখা ১, দক্ষিণা।

অনেক কাল আগে রাগী ও নিষ্ঠুর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ হলে কি হবে? ধর্ম বিষয়ে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। এক বার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুধার জ্বালায় তাঁর কাছে কিছু খেতে চাইলেন। কিছু দেওয়া দূরে থাক, সেই নাস্তিক ব্রাহ্মণ ভিখারি বলে গালমন্দ করে গরিব ব্রাহ্মণকে দরজা থেকেই তাড়িয়ে দিলেন। খিদে-তেষ্টায় কাতর সেই ব্রাহ্মণ অপমানিত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন ব্রাহ্মণী সুশীলা। অতিথির কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি বললেন, ‘ভরদুপুরে অতিথি রুষ্ট ও অপমানিত হয়ে ফিরে গেলে সংসারের অমঙ্গল হবে। গৃহের শান্তি-সমৃদ্ধি আর থাকবে না।’ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তিনি বললেন, ‘আপনি এখানেই অন্ন জল গ্রহণ করবেন। আপনার কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই।’ ব্রাহ্মণপত্নী অতিথি ভিক্ষুকের সামনে ঠাণ্ডা জল এবং অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করলেন। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে যাওয়ার আগে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ সুশীলাকে আশীর্বাদ করে বললেন, ‘তোমার এই অন্নজল দান হোক অক্ষয় দান।দ

বহু বছর কেটেছে। সেই ক্রোধী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তাঁকে নিয়ে যেতে হাজির একই সঙ্গে যমদূত ও বিষ্ণুদূতের দল। মৃত্যুর পর তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে এই নিয়ে বিবাদ শুরু হল দুই দল দূতের মধ্যে। এক দল তাঁকে বিষ্ণুলোকে নিয়ে যেতে চায়। অন্য দলের দাবি, ওই পাপী ব্রাহ্মণের একমাত্র স্থান নরক। এরই মাঝে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ব্রাহ্মণ একটু জল খেতে চাইলেন। যমদূতেরা তখন ব্রাহ্মণকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, ‘একদা তুমি তোমার গৃহ থেকে অতিথি ভিখারিকে জল না দিয়ে বিতাড়িত করেছিলে। সুতরাং তুমি জল পাবে না।’ তাঁরা ব্রাহ্মণকে নিয়ে যমরাজের কাছে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু যম তাঁর দূতদের বললেন, ‘ওঁর মতো পুণ্যবান ব্রাহ্মণকে আমার কাছে আনলে কেন? বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রাহ্মণপত্নী তৃষ্ণার্ত অতিথিকে অন্নজল দান করেছেন। এ দান অক্ষয়। স্ত্রীর পুণ্যে ইনিও পুণ্যাত্মা। সেই পুণ্যফলে ব্রাহ্মণের স্থান হবে স্বর্গে।’ কাহিনি শেষে শতানিক মুনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ‘মহারাজ, বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মণকে অন্ন বস্ত্র জল দান করলে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। এবং সেই দানের পুন্য অক্ষয় হয়ে থাকে।’

অক্ষয় তৃতীয়াকে মূলত হিন্দু বা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে পালনীয় এক পবিত্র দিন হিসেবে দেখা হলেও অন্য এক ধর্মে এই দিনটির বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। সেটি জৈন ধর্ম। জৈন বিশ্বাস অনুসারে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথির গুরুত্ব অপরিসীম। জৈন মতে, ২৪ জন তীর্থঙ্কর মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের দেখানো পথেই মানুষ জন্ম ও মৃত্যুর অতীত ‘তীর্থে’ পৌঁছতে সক্ষম। এই ২৪ তীর্থঙ্করের প্রথম হলেন ঋষভদেব এবং শেষ ব্যক্তি মহাবীর। জৈন শাস্ত্র থেকে জানা যায়, ঋষভদেব ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা নৃপতি। তাঁর রাজত্বে কোনও দুঃখ ছিল না। পৃথিবী সেই সময়ে ছিল অগণিত কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। এই বৃক্ষের কাছে যা চাওয়া যায়, তা-ই লাভ করা যায়। কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে ওই সব কল্পতরুর গুণাবলি হ্রাস পেতে থাকে। মানুষও শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক সঙ্কটে পড়তে শুরু করে। সেই অবস্থায় তাঁর প্রজাদের ক্লেশ নিবারণের জন্য ঋষভদেব ছ'টি বৃত্তি অবলম্বনের নির্দেশ দেন। এগুলি অবলম্বন করলে মানুষ জাগতিক ক্লেশ থেকে দূরে থাকবে বলে তিনি বর্ণনা করেন। এগুলি হল; অসি (রণজীবী, যাঁরা দুর্বলকে রক্ষা করবেন), মসী (কলমজীবী, অর্থাৎ কবি, দার্শনিক, চিন্তকরা), কৃষি (যাঁরা খাদ্য উৎপাদন করবেন), বিদ্যা (অন্যকে যাঁরা শিক্ষিত করে তুলবেন), বাণিজ্য এবং শিল্প।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সকাল বেলা স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে যথা সম্ভব কিছু দান করুন। এই দিন দান বা পূণ্য করলে সংসারে অত্যন্ত মঙ্গল হয়। এই দিন সোনা, রুপো বা যে কোনও ধাতুর কোনও জিনিস গৃহে ক্রয় করা অত্যন্ত শুভ। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন রাধাকৃষ্ণের চরণে চন্দনের ফোঁটা দিন।

এই দিন বিবাহিত মহিলারা সাধ্য মতো কয়েক জনকে আলতা ও সিঁদুর দান করুন। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন তামার ঘট, নারকেল, সুপারি ও চন্দন কাঠ দান করুন। এই দিন সামর্থ মতো কিছু জামা কাপড় দান করুন। এর ফলে অত্যন্ত শুভ ফল ভাল করা যায়। এদিন সকাল সকাল স্নান সেরে নিন। শুদ্ধ পোশাক গায়ে চাপিয়ে যথা সম্ভব কিছু দান করুন। এতে সংসারের মঙ্গল হয়। গণেশ ও লক্ষ্মীর মূর্তিতে সিঁদুর লাগান। ঈশ্বরকে ফল মিষ্টি নিবেদন করুন। বিবাহিত হলে এবং সম্ভব হলে কয়েকজন এয়োতিকে আলতা ও সিঁদুর দান করতে পারেন। তামার ঘট, নারকেল, সুপারি ও চন্দন কাঠ দান করাও অত্যন্ত শুভ। সোনা, রুপো কিংবা অন্য কোনও ধাতুর জিনিস কিনতে পারলে খুব ভাল।জামা-কাপড় কিংবা অন্ন তুলে দিতে পারেন দুস্থদের মুখে। এতে সংসারে শান্তি আসে। সন্ধেয় আবার হাত-মুখ ধুয়ে গণেশের আরতি করুন। লোভ সংযত করে ঈশ্বরের আরাধনা করার পর পরিবারে প্রসাদ বিতরণ করুন।

আজ অক্ষয় তৃতীয়া: প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সমান প্রাসঙ্গিক

বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। বৈদান্তিক ধর্মীয় বাতাবরণ যুক্ত হয়ে, অতীতের গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার পরে আজ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে র সাথে সমান প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ এক মহা তিথি অক্ষয় তৃতীয়া।

- বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে যা যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে।
- ‘অক্ষয়’ যার ক্ষয় বা বিনাশ নেই।
- ভগবান শ্রী বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার শ্রী পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই অক্ষয় মুহূর্তে।
- এই দিনেই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতা যুগের সূচনা হয়েছিল ।
- মহর্ষি বেদব্যাস ও শ্রী গণেশ ভগবান ,এই অক্ষয় মূহুর্ত থেকেই মহাভারত লেখা শুরু করেছিলেন ।
- পান্ডব ভ্রাতা যুধিষ্ঠির কে সূর্যদেব, এই দিনেই ‘অক্ষয় পাত্র’ দান করেছিলেন। যা পাঞ্চালী গ্রহণ করেছিলেন
- শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাল্য বান্ধব কৃষ্ণ ভক্ত সুদামা র সাথে মিলিত হয়ে ঐশ্বরিক কৃপা ও অপার ঐশ্বর্য দান করেছিলেন, এই দিনেই ।
- রাজা ভগীরথ মা গঙ্গা দেবীকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন, অক্ষয় তৃতীয়া র শুভ যোগে, দেব ব্রম্ভার মানস কন্যা মা গঙ্গার আগমনে রাজা সগরে র অভিশপ্ত ষাট হাজার পুত্র প্রানে বেঁচে ছিলেন।
- এই অমৃত তিথি মুহূর্ত শৈত্য প্রবাহে র পর কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দিরে দরজা খোলা হয়। অভিজিৎ মূহুর্তে যমুনেত্রী ও গঙ্গোত্রী র মন্দির খোলা হয় ।
- আজ শ্রী ধাম পুরীর মন্দিরে শ্রী জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রা পালিত হচ্ছে।
- আজ বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনে ২১ দিন ব্যাপী চন্দন শৃঙ্গার উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

বৈদিক শাস্ত্র মতে আজকের দিনে মহালক্ষী শ্রী নারায়ন, পুজো পাঠের মধ্যে দিয়ে, মানষিক- দৈবিক-আধিভৌতিক সুখ, ধন-সম্পদ প্রাপ্ত করা যায়। গুরু মুখী মন্ত্র উচ্চারণে, রুদ্রাক্ষ বা তুলসী মালা সহযোগে আধ্যাত্মিক উন্নতি কামনা করা হয় । আজ শ্রী বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠে শুভ। শিব মহাপুরান পাঠে অশুভ শক্তির বিনাশ হয়। শ্রী মদ্ভাগবত পাঠে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ সম্ভব। শ্রী শ্রী চন্ডী পাঠে সর্ব শুভ ফল লাভ করা যায়।

চর্চাবাসর ১৬০

বাংলা শব্দ ‘জঞ্জাল’ (জঞ্জাল), যার অর্থ আবর্জনা, ঝামেলা বা জট, এর মূল সংস্কৃত শব্দ ‘জঙ্গল’ (জঙ্গল) থেকে এসেছে, যা সাধারণত মরুভূমি, নির্জন স্থান বা জঙ্গলকে বোঝায়। শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত থেকে হিন্দির মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে জঙ্গল বলতে বন বা বন্য স্থানকে বোঝায়। বাংলায় এর অর্থ প্রথমে আক্ষরিক ‘বন্য স্থান’ থেকে ‘জট’ এবং তারপর ‘ঝামেলা’ বা ‘আবর্জনা’-র মতো ব্যাপক অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঘাটালে শ্যামলী সর্দারের সমর্থনে প্রচারে দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামলী সরদারের সমর্থনে জোরকদমে প্রচারে নামলেন অভিনেতা-সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)। রবিবার ঘাটাল জুড়ে তাঁর একাধিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন দেবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ঘাটালের ইড়পালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, যা বর্তমানে বিজেপি পরিচালিত। প্রতিপক্ষের শক্ত ঘাঁটিতে দাঁড়িয়েই তিনি উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন এবং সাধারণ মানুষকে তৃণমূল প্রার্থীর পাশে থাকার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট বার্তা, দল নয়, উন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য। ইড়পালার সভার পর দেব পৌঁছান রাধানগর এলাকায়। সেখানে প্রিয় তারকাকে একঝলক দেখতে উপচে পড়ে জনতা। প্রবল ভিড়ের চাপে মঞ্চে ওঠা কঠিন হয়ে পড়লে, তিনি গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন। ইড়পালার সভামঞ্চ থেকে দীপক অধিকারী (দেব) দাবি করেন, স্বাধীনতার পর থেকেই ঘাটালবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'। সেই প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানান। গাড়ির হুড থেকে মাইক হাতে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে এবং এলোকার সার্বিক উন্নয়ন বজায় রাখতে শ্যামলী সরদারকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।'

পাণ্ডবেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের সমর্থনে রোড শো অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রবিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রচারে চড়া রোদ উপেক্ষা করে রোড শো করলেন বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী। এদিন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গাইঘাটা মোড় থেকে হরিপুর বাজার পর্যন্ত রোড শো হয়। হুড খোলা গাড়িতে চড়ে অভিনেত্রী সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী স্থানীয়দের তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান। একেবারে ঘরের সামনে নিজের চোখে খ্যাতনামা অভিনেত্রীকে দেখতে রাস্তার দু'পাশে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জাওয়ানরা। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে আসেন ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। এদিন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো করেন তিনি। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের বনগ্রাম থেকে রোড শো শুরু হয় নতুন ডাঙা পর্যন্ত।

তীব্র গরম উপেক্ষা করেই রবিতে প্রচারে ইন্দাসের তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিদেন, বাঁকুড়া: প্রখর রোদ ও অসহনীয় গরমকে উপেক্ষা করেই নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইন্দাস বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদি। রবিবার সকাল থেকেই ইন্দাসের মদনমোহনপুর অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় জোরকদমে প্রচার চালান তিনি। এদিন প্রচারের সূচনা হয় বৈডাঙ্গা গ্রামের মনসা মন্দিরে পুজোর মধ্য দিয়ে। এরপর কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে একটি বিশাল বাইক র্যালি করে গোটা এলাকায় প্রচার চালান তৃণমূল প্রার্থী। কখনও হুড খোলা গাড়িতে, আবার কখনও পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যান তিনি। এলাকাজুড়ে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তীব্র গরমের হাত থেকে কখনো ঠাণ্ডা পানীয় জল চোখে মুখে ছিটিয়ে নিচ্ছেন প্রার্থী আবার কখনো ডাবের জলে চমক দিয়ে ভোট প্রচার করছেন। প্রচারের মাঝে প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদি জানান, 'আজ বৈডাঙা গ্রামে মনসা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছি। বাইক র্যালির মাধ্যমে গৌর কলোনি-সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে প্রচার চালাচ্ছি। মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। হাতে আর খুব বেশি সময় নেই, তাই এই তীব্র গরমেও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্প এবং পরিষেবার জন্য সাধারণ মানুষ তৃণমূলের পাশে রয়েছে এবং সেই কারণেই মানুষের সমর্থন ক্রমশ বাড়ছে। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রচার বন্ধের আর মাত্র একদিন বাকি। তার আগে প্রচারের কোনও ফাঁক রাখতে চাইছেন না প্রার্থী। লালমাটির জেলা বাঁকুড়ায় ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার মধ্যেও এদিন কার্যত প্রচারের ঝড় তুললেন শ্যামলী রায় বাগদি। মাত্র ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে।

'অন্ডালে অবৈধ কয়লার ভাণ্ডার উদ্ধার', প্রশাসনকে নিশানা বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রানিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় শনিবার সন্ধ্যায় নির্বাচনী প্রচারের সময় একটি বড় ঘটনা সামনে আসে। আন্ডালের সিদুলী এলাকায় অবৈধ কয়লার বিশাল মজুত উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষের নেতৃত্বে প্রচার চলাকালীনই এই ঘটনা সামনে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে খবর পেয়ে বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন, যেখানে বিপুল পরিমাণ কয়লা মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরপর পুরো বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানানো হয়।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষ অভিযোগ করেন, 'এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ কয়লা সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এই ধরনের অবৈধ ব্যবসা বেড়ে উঠছে।' তিনি আরও বলেন, তাদের সরকার গঠিত হলে, এই ধরনের অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং পুরো সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হবে। এই ঘটনার পর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েছে।

বসিরহাটে নাগরিক সচেতনতা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সাধারণ ভোটারদের বিভ্রান্তি কাটাতে এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে বসিরহাটে এক বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল সামাজিক সংগঠন 'জনমুক্তি পরিষদ'। শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় কুমুদিনী পলিক্লিনিক চত্বরে আয়োজিত এই সভায় মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ভোটার তালিকা সংশোধন এসআইআর নিয়ে জনমানসে তৈরি হওয়া ভীতি দূরীকরণ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কাজি মাসুম আখতার। মাসুম আখতার বলেন, 'বাংলার রাজনীতি আজ অপরাধী ও দুর্নীতিগ্রস্তদের দখলে চলে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ভোটার তালিকা সংশোধনের এসআইআর নামে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে; তবে মনে রাখবেন, তালিকায় নাম না থাকা মানেই নাগরিকত্ব হারানো নয়। আমরা চাই স্বচ্ছ নির্বাচন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ধর্মের বিভেদ ভুলে বিবেকানন্দের আদর্শে এক শক্তিশালী ভারত গড়াই হোক আমাদের লক্ষ্য।' সভার অন্যতম বক্তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. বুদ্ধদেব সাউ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নৈতিক ও কারিগরি দিকগুলো সাধারণ মানুষের কাছে সহজভাবে তুলে ধরেন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থ সমাজ গঠনে সংস্কৃতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শৃঙ্খলা বজায় রেখে কীভাবে নাগরিক অধিকার রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন এয়ারলাইন পাইলট ক্যাপ্টেন পার্থ সারথি। এছাড়া বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল সামাজিক সুস্থতার জন্য সঠিক রাজনৈতিক চেতনার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সভায় স্থানীয় নাগরিকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আগামী দিনে বসিরহাটের বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলেও এই ধরণের সচেতনতা শিবির ছড়িয়ে দেওয়া হবে। বাঙালির আত্মপরিচয় ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য বলে সংগঠনের নেতৃত্ব জানান।

বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: 'হিঙ্গলগঞ্জের মহিলাদের কালিমালিপ্ত করতে দেব না।' এই অভিযোগ তুলে গর্জে উঠলেন হিঙ্গলগঞ্জের নারী শক্তি। 'হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভাকে সন্দেশখালি বানাতে চাইছেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। প্রচারে বেরিয়েই মিথ্যে কথা বলছেন। গুজব ছড়াচ্ছেন। মহিলাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বিজেপি প্রার্থী।' তাঁর বিরুদ্ধেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হিঙ্গলগঞ্জের কয়েকশো মহিলার। উত্তর ২৪ পরগনা হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় এবারে সন্দেশখালি প্রতিবাদী রেখা পাত্রকে বিজেপি প্রার্থী করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পুজোর স্থান হিঙ্গলগঞ্জকে বিভিন্নভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে রেখা, এই অভিযোগ তুলে কয়েকশো হিঙ্গলগঞ্জের মহিলা গ্রামবাসী হিঙ্গলগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে তাঁদের বক্তব্য, 'বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ একদিকে হিঙ্গলগঞ্জের ব্লক সভাপতি শহিদুল্লাহ গাজী অন্যদিকে বিভিন্ন তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছেন রেখা। কখনও দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দিচ্ছেন, আবার কখনও ভয় দেখাচ্ছেন। তাঁর কোনও ভিত্তি নেই তিনি সরাসরি থানায় এসে মিথ্যে অভিযোগ করেছেন। সন্দেশখালি মতোই হিঙ্গলগঞ্জকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিকভাবে কালিমালিপ্ত করতে চাইছেন। উনি হেরে যাবেন বলে পরিকল্পনা করেই এখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন। তিনি যেভাবে মিথ্যে মামলা তৃণমূল নেতা, কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে থানায় দিচ্ছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার কাছে কোনও সিসিটিভি ফুটেজ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি থাকে সেগুলো তিনি সংগ্রহ করে দেখান জনসমক্ষে। পাশাপাশি তিনি একজন বহিরাগত প্রার্থী, হেরে যাবেন বলে পরিকল্পনা করে এখানে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছেন।' শনিবার রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করে আগামী দিনে রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে হিঙ্গলগঞ্জের মহিলারা পথে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের মহিলা নেত্রী বৈশাখী মুণ্ডা, আলো বর্মন-সহ অন্যান্য তৃণমূল মহিলা কর্মীরা।

বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে আগুন, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে আগুন, ঘটনাস্থলে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। অস্বীকার তৃণমূলের। তাদের পাল্টা দাবি বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫১ নম্বর বুথের চারনগর পূর্বপাড়া এলাকায়। অভিযোগ, ওই এলাকার বিজেপি সমর্থক অসিত মণ্ডল, গোপীনাথ কর্মকার ও রাজু দাসের বাড়িতে গভীর রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধান্ত। তাঁর দাবি, 'রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড করেছে।' ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মাটিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বলে জানা গেছে বিজেপি সূত্রে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। তৃণমূলের ও বসিরহাট উত্তরের তৃনমুল প্রার্থী বাইট তৌসিফুর রহমান দাবি করেন, 'বিজেপি ব্যক্তিগত কারণে ও গোষ্ঠীকোন্দলে ওই আগুন লাগানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে পুরো বিষয়টা দেখুক।'

NOTICE

Executive Engineer, Berhampore Division –I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 06 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 5(Five) locations under Raghunathganj Police Station, and 2(Two) locations under Sagardighi Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **20/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **20/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **20/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **20/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D.

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **TUSHAR KANTI CHATTERJEE, 26/7, Rejaul Karim Sarani (Nayasarak Road), Berhampore, Murshidabad, 742101**
Name of political party: **WEST BENGAL SOCIALIST PARTY**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **70, REJINAGAR ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **TUSHAR KANTI CHATTERJEE** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. J.M. 3rd Berhampore Court	2103/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406 506, IPC
2	Ld. J.M. 3rd Berhampore Court	2102/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406, 506 IPC
3	Ld. J.M. 2nd Berhampore Court	2104/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406, 506, IPC

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl. No	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda

মুকুন্দপুর শাখা
১১, নিরালা কো-অপারেটিভ সোসাইটি, কলকাতা - ৭০০ ০৯৯
ইমেল : mukund@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, মুকুন্দপুর শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক, ঋণগ্রহীতাগণ কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ ইত্যাদি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে নিম্নে বিবৃত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নে উল্লিখিত তারিখে উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্ট-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত পরিমান অর্থ ও তার উপর সুদ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, মুকুন্দপুর শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা (গণ) এর নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী সত্যজিৎ বিশ্বাস** ঠিকানা- রুদ্র প্রিয়ম, কে৫৩, বোসপাড়া কামডহরি, গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪	**বাঁশদ্রোণী থানার অধীনস্থ সম্পত্তি** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাঁশদ্রোণী থানা এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমার অন্তর্গত ১১৫ নং বোস পাড়া রোড প্রেমিসেস, যার অনুরূপ ডাক প্রেমিসেস নম্বর কে-৫৩, বোস পাড়া কামডহরি, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪ এবং যার অ্যাসেসি নম্বর ৩১-১১১-০৪-০১১৫-৬। উক্ত স্থানে **৭ কাঠা ৪ ছটাক** কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ একটি বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত **৪৫৯ বর্গফুট** কমবেশি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং **জি১** -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- কামডহরি, জে.এল. নং ৪৯, তৌজি নং ১৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯২ এবং ৩০৫-এর অধীন আর.এস. দাগ নং ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৮/১৪৬৭ এবং ৪৫৮/১৪৬৮-এর অন্তর্ভুক্ত। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে:** স্বপন দত্ত এবং শঙ্কর বোসের বাড়ি, **দক্ষিণে:** ৭ ফুট চওড়া সি.সি. রাস্তা, **পূর্বে:** শ্রী নন্দীর বাড়ি এবং **পশ্চিমে:** ১২ ফুট চওড়া পিচ রাস্তা।	১) ১৫.০১.২০২৬ ২) ১৭.০৪.২০২৬ ৩) **১৪,৯৪,৫৫৫/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) যা **১৪.০১.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত হিসাব করা সুদ এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এর ওপর চুক্তিভিত্তিক হারে পরবর্তী সুদ, সাথে খরচ, চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয়।
২.	**শ্রী রাজু মিস্ত্রী** পিতা- লুনুস মিস্ত্রী ঠিকানা- চাপাতলা রোড, জয়নগর, মজিলপুর(মিউ.), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৩৭	**জয়নগর থানার অধীনস্থ সম্পত্তি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এবং জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পিন- ৭৪১১০১, ৩৩৬/১, ৩৩৬/১/এ, ৩৩৬/১/বি হোল্ডিং নং, চাপাতলা রোডে অবস্থিত **১৭ শতক** কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত জমিটি মৌজা- গাহেরপুর, জে.এল. নং ২৪, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ২৭০ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১২১৮-এর অন্তর্ভুক্ত। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** সন্তোষ কুমার দাস এবং সমর কুমার দাসের সম্পত্তি, **দক্ষিণে-** মাসুদ খানের সম্পত্তি, **পূর্বে-** সুবল চন্দ্র মিস্ত্রীর সম্পত্তি এবং **পশ্চিমে-** ১২ ফুট চওড়া চাপাতলা রোড। **সম্পত্তিটি ২০২১ সালের আই-৫৫৩৪ নম্বর দলিল অনুযায়ী রাজু মিস্ত্রীর নামে রয়েছে এবং উক্ত ১৭ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক বাস্তু জমি** ও তার ওপর নির্মাণাধীন ত্রিতল ভবন রয়েছে, যার গ্রাউন্ড ফ্লোর বা **২৬০৪ বর্গফুট** এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ফ্লোরে প্রতিটিতে **২৬৯৪ বর্গফুট** জায়গা রয়েছে (প্রস্তাবিত অনুমোদন বা স্যাংশন প্ল্যান অনুযায়ী)।	১) ১৫.০১.২০২৬ ২) ১৭.০৪.২০২৬ ৩) **৪৮,৮১,৬৩৮/- টাকা** (আটচল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার ছয়শত আটত্রিশ টাকা মাত্র) **১৪.০১.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এর ওপর চুক্তিভিত্তিক হারে পরবর্তী সুদ, সাথে খরচ, চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয়।
৩.	শ্রীমতী অঞ্জনা দাস, স্বামী- সুজিত দাস, ঠিকানা- এ১১/২৯, আনন্দ নগর, দক্ষিণ বেহালা রোড, পোঃ- সরশুনা, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০৬১ (ঘোষ হার্ডওয়্যারের কাছে)। **এছাড়াও ঠিকানা- সাগরিকা ১** অ্যাপার্টমেন্ট, **ফ্ল্যাট নং বি,** ৪র্থ ফ্লোর, হোল্ডিং নং ২১১, গৌর গোপাল অধিকারী রোড, ওয়ার্ড নং ১১, পোঃ ও থানা- বারুইপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৪ (বারুইপুর এস. ডি. হাসপাতালের কাছে)।	**বারুইপুর থানা-র অধীনস্থ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানা এবং বারুইপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ২১১ হোল্ডিং নং, গৌর গোপাল অধিকারী রোডে অবস্থিত **০২ কাঠা ১৪ ছটাক ১২ বর্গফুট** কমবেশি পরিমাপের জমির আনুপাতিক অংশ এবং তৎসহ উক্ত জমির ওপর নির্মিত **'সাগরিকা-১'** নামক বহুতল ভবনের ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত ৭৩২ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- বারুইপুর, জে.এল. নং ৩১, তৌজি নং ২৫০, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৪৫৮-এর অধীন আর.এস. দাগ নং ৩২৯-এর অন্তর্ভুক্ত। **সম্পূর্ণ বন্ধকী সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ: উত্তরে -** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, **দক্ষিণে-** অন্যান্য জমি, **পূর্বে-** ১২ ফুট চওড়া গৌর গোপাল অধিকারী রোড এবং **পশ্চিমে-** অন্যান্য জমি। সম্পত্তিটি **২০২৩ সালের আই-১৩৮৩ নম্বর দলিল অনুযায়ী অঞ্জনা দাসের নামে** রয়েছে।	১) ১৫.০১.২০২৬ ২) ১৭.০৪.২০২৬ ৩) **২১,১৮,৯৭৫.০১/- টাকা** (একুশ লক্ষ আঠারো হাজার নয়শত পঁচাত্তর টাকা এবং এক পয়সা মাত্র) (যার মধ্যে ৪১৫৭০৬০০০০০৯৬৬ নম্বর হোম লোন অ্যাকাউন্টে বকেয়া **২০,২৩,৫০৬/- টাকা** এবং ৪১৫৭০৬০০০০০৯৬৭ নম্বর বরোদা হোম সুবিধা পার্সোনাল লোন অ্যাকাউন্টে বকেয়া **৯৬,৪৬৯.০১/- টাকা** অন্তর্ভুক্ত) **১৪.০১.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এর ওপর চুক্তিভিত্তিক হারে পরবর্তী সুদ, সাথে খরচ, চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয়।

তারিখ: ১৭.০৪.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা শাখা, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল
ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল : samlkolkata@indianbank.bank.in
ফোন নং : (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং ৬(২) (যেখানে প্রযোজ্য)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং ৬(২) (যেখানে প্রযোজ্য) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ
এতদ্দ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৭.০৫.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৬,৩৭,২০,৬৯৫.০০ টাকা (ষোলো কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ কুড়ি হাজার ছশো পঁচানব্বই টাকা) ২৮.০৫.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ **মেসার্স আর আর জিপ প্রাইভেট লিমিটেড,** ৬৬, কাঠোর রোড, বাদু, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৮, পব **আরও ঠিকানা :** ২০১, দীনা অ্যাপার্টমেন্ট, মোটামোহল্লা, উধানা দরওয়াজার নিকট, রুস্তমপুরা, সুরাট, পিন - ৩৯৫০০২, গুজরাট **আরও ঠিকানা :** ১, শহীদ নিত্যানন্দ সাহা সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১ **এবং আরও ঠিকানা :** বিল্ডিং নং এ১০, গালা নং ২০, পদ্মিনী কমপ্লেক্স, পাইপ লাইন রোডের নিকট, কলহার, ভিওয়ানদি, পিন - ৭২১৩০২, মহারাষ্ট্র কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **মেসার্স আর আর জিপ প্রাইভেট লিমিটেড,** ৬৬, কাথোর রোড,বাদু, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৮, পব, **আরও ঠিকানা** : ২০১, দিনা অ্যাপার্টমেন্ট, মোটামহল্লা, উধানা দরওয়াজার নিকট, রুস্তমপুরা, সুরাত,পিন - ৩৯৫০০২, গুজরাত। **আরও ঠিকানা :** ১, শহিদ নিত্যানন্দ সাহা সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১ **এবং আরও ঠিকানা :** বিল্ডিং নং এ১০, গালা নং ২০, পদ্মিনী কমপ্লেক্স, পাইপ লাইন রোডের নিকট, কালহের, ভিয়ান্দি, পিন - ৪২১৩০২, মহারাষ্ট্র। **শ্রী রাজীব সাহা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা- মেসার্স আর আর জিপ প্রাইভেট লিমিটেডের),** পিতা শ্রী ভোলানাথ সাহা, ৭, হেম দে লেন, ওয়ার্ড নং ২, কেএমসি কাশীপুর, কলকাতা - ৭০০০৫০, পব। **শ্রীমতি অঙ্কিতা সাহা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা -মেসার্স আর আর জিপ প্রাইভেট লিমিটেড),** স্বামী শ্রী রাজীব সাহা, ৭, হেম দে লেন, ওয়ার্ড নং ২, কেএমসি কাশীপুর, কলকাতা - ৭০০০৫০, পব। **শ্রী ভোলা নাথ সাহা (জামিনদাতা -মেসার্স আর আর জিপ প্রাইভেট লিমিটেড)** পিতা গৌর চন্দ্র সাহা, ৭, হেম দে লেন, ওয়ার্ড নং ২, কেএমসি কাশীপুর, কলকাতা - ৭০০০৫০, পব। **শ্রীমতি নূপুর সাহা (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা -মেসার্স জিপ প্রাইভেট লিমিটেড)** স্বামী ভোলা নাথ সাহা, ৭, হেম দে লেন, ওয়ার্ড নং ২, কেএমসি কাশীপুর, কলকাতা - ৭০০০৫০, পব। **মেসার্স এবিএন এন্টারপ্রাইজ প্রা লি.(কর্পোরেট জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা -মেসার্স আর আর জিপ প্রা লি.)** ৬৬, কাথোর রোড,বাদু, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৮, পব। খ) **স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা**	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত শেড এবং আরসিসি অফিস ভবন, পরিমাপ ৬৫.৭ ডেসিমেল, সমপরিমাপ ১ বিঘা ১৯ কাঠা ১২ ছটাক ৩৩ বর্গফুট - ৭৭ ডেসিমেল থেকে দাগ নং ১৩৫, খতিয়ান নং আরএস ৫৯, এলআর ১৪৭, ১৩৮, ৫২ এবং ১৬৯, অবস্থিত মৌজা - কাঠোর, জেএল নং ৭২, আরএস ১৬৯, থানা : বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর-বারাসত অধিক্ষেত্রে বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, হোল্ডিং নং ৬৬/২, কাঠোর রোড, পরগনা-আনোয়ারপুর। **জমির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি দাগ নং ১৩৩, ১৩৪, এবং ৪৩৬। দক্ষিণে : জমি দাগ নং ১৩৮ এবং ১৩৭। পূর্বে : জমি দাগ নং ১৩৬, ১৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক এবং ১৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং পরে জমি দাগ নং ১৪২। পশ্চিমে : জমি দাগ নং ১৩১। (হস্তান্তর দলিল -১-০৭৫৮৬/২০০৮)। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্ল্যান্ট , মেশিনারি এবং অন্যান্য অস্থাবর দফা অবস্থিত দাগ নং ১৩৫-খতিয়ান নং আর এস ৫৯, এলআর ১৪৭, ১৩৮, ৫২ এবং ১৬৯, মৌজা - কাঠোর, জেএল নং ৭২, আরএস ১৬৯, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,এডিএসআর -বারাসত, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, হোল্ডিং নং ৬৬/২, কাঠোর রোড, পরগনা-আনোয়ারপুর, **সম্পত্তি মেসার্স আর আর জিপ প্রা লি. এর নামে।**	**১৬,৩৭,২০,৬৯৫.০০ টাকা (ষোলো কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ কুড়ি হাজার ছশো পঁচানব্বই টাকা) ২৮.০৫.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি : ১** ক) **৬,১৬,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (ছয় কোটি ষোলো লাখ টাকা) খ) **৬১,৬০,০০০.০০ টাকা** (একষট্টি লাখ ষাট হাজার টাকা) গ) **১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ টাকা) ঘ) **IDIB7301063913** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত** **সম্পত্তি : ২** ক) **২,৮২,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (দুই কোটি বিরাশি লাখ টাকা) খ) **২৮,২০,০০০.০০ টাকা** (আঠাশ লাখ কুড়ি হাজার টাকা) গ) **১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ টাকা) ঘ) **IDIB7304348250** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

যোগাযোগের ব্যক্তি : কুনওয়ার জীতেন্দ্র সিং (অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল নং : ৯৩২৪১ ৬৮৪৬৬

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬ থেকে ০৪.০৫.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)/কর্পোরেট জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৭.০৪.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মন্তেশ্বরের সভা মঞ্চ থেকে কর্মীদের গোষ্ঠীকোন্দল মেটানোর আবেদন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রামে ফুটবল ময়দানে তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরী, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ও রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে রবিবার সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা মঞ্চ থেকে এদিন কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন। তিনি বলেন 'দলে থাকতে হলে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেই হবে।' সভামঞ্চ থেকেই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে এক স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে কার্যত বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই গোষ্ঠী কোন্দল চলছে। বর্তমান বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ আহমেদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে এলাকা। প্রার্থী

ঘোষণার পর সেই দ্বন্দ্ব আরও প্রকাশ্যে এসেছে। সভায় তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, 'একটা দলে অনেকেই টিকিট চাইতে পারেন, কিন্তু দলই ঠিক করে কাকে প্রার্থী করা হবে। টিকিট না পেয়ে কেউ যদি বিজেপিকে সমর্থন করেন, তা মেনে নেওয়া হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'যদি দলে থাকতে হয়, তৃণমূলের হয়ে কাজ করতে হবে এবং বিজেপির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। না হলে দল ছাড়তে পারেন। যে কোনও দল করার অধিকার সবার আছে। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে যাদের যোগ আছে, তাদের আমরা দলে রাখব না।' বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ করেন, ভোটাধিকার খর্ব এবং নানা 'অত্যাচার'-এর বিরুদ্ধে যাঁরা তখন নীরব ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেও কড়া প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে এদিনের এই সভার পর তৃণমূলে দলীয় কোন্দল বজায় থাকবে না-কি নিজেদের ভিতরে দলীয় কোন্দল মিটিয়ে নির্বাচনের ময়দানে একসাথে লড়াইয়ে নামবেন কর্মীরা, সেটাই দেখার।

বালুরঘাটে বিজেপির রোড শো

প্রার্থীর সমর্থনে রাজপথে কেন্দ্রীয় নেতা নীতিন নবীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে দক্ষিণ দিনাজপুরে। রবিবার ৩৯ নম্বর বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায়ের সমর্থনে আয়োজিত হলো এক বর্ণাঢ্য রোড শো। এই মিছিলে অংশ নিয়ে প্রচারের তেজ বাড়ালেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা নীতিন নবীন।

এদিন দুপুরে মঙ্গলপুর বিজেপি মোড় এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। হুডখোলা গাড়িতে চড়ে প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে শহর পরিক্রমা করেন নীতিন নবীন। মিছিলটি শহরের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র বালুরঘাট বাজার এবং বাসস্ট্যান্ড চত্বর-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। রাস্তার দুই ধারে উৎসাহী কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরো যাত্রাপথেই কেন্দ্রীয় নেতা নীতিন নবীনকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে দেখা যায়। অনেক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে তিনি পথচলতি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায়ের পরিচয় করিয়ে দেন। নির্বাচনের মুখে হেভিওয়েট কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতিতে এই রোড শো বিজেপির অন্দরে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রার্থীর সমর্থনে সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছে গেরুয়া শিবির।

গোঘাটে উন্নয়নের রূপরেখা

ইস্তাহার প্রকাশ বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাটে নির্বাচনী লড়াই ক্রমশ জমে উঠছে। এরই মধ্যে গোঘাটের জন্য বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে নতুন করে রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা, উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই এই ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ইস্তাহার প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রশান্ত দিগার বলেন, 'গোঘাটবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ও সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব দিয়েই আমরা এই ইস্তাহার তৈরি করেছি। আমাদের লক্ষ্য শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া নয়, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা।' তিনি আরও জানান, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষকদের স্বার্থরক্ষা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নই তাঁর মূল অগ্রাধিকার। ইস্তাহারে যে বিষয়গুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, ৪ঠা মে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের সরকার হবে। কামারপুকুর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান। তাই এই কামারপুকুর মঠ ও মিশনের সৌন্দার্যায়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য কামারপুকুরকে পুরসভায় হিসেবে গড়ে তোলা হবে। গোঘাটের এসসি এসটি এলাকায় আবাসিক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে। গোঘাটের পশ্চিম পাড়া এলাকায় বাঁশ ও কাঠের সেতু বদলে কংক্রিটের ব্রিজ, রঙ্গাবতী খালের উপর কংক্রিটের সেতু তৈরি করা হবে। গোঘাট জুড়ে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কামারপুকুর ও বদনগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে চিকিৎসক নিয়োগ সহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটনা হবে। কামারপুকুরে মার্কেট সেড তৈরি করা হবে। দ্বারকেশ্বর নদী থেকে অবৈধ ভাবে বালি তোলা বন্ধ করা হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ তৈরি করা হবে। গোঘাটের বালি অঞ্চলের শিবকুঠির সংরক্ষণ ও সংস্কার করা হবে। গোঘাটের কৃষকদের স্বার্থে সবজি সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করা হবে। এই রকম বেশ কয়েকটি উন্নয়ন মুলক কাজের তালিকা ইস্তাহারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ইস্তেহার প্রকাশের মাধ্যমে বিজেপি প্রার্থী ভোটারদের কাছে নিজেদের উন্নয়নমূলক ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলিও এই ইস্তেহারকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি এবং প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। সব মিলিয়ে, গোঘাটে নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, প্রশান্ত দিগারের এই ইস্তেহার কতটা প্রভাব ফেলতে পারে সাধারণ ভোটারদের উপর এবং নির্বাচনের ফলাফলে তার প্রতিফলন কীভাবে ঘটে।

দুর্গাপুরে রাত্রিযাপন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোরকদমে প্রচারে নেমেছে, আর সেই প্রেক্ষাপটে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় সভা করে নির্বাচনী প্রচারে গতি বাড়াচ্ছেন। শনিবার রাতে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তিনি পৌঁছান কাজী নজরুল এয়ারপোর্টে। বিমানবন্দর থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সড়কপথে তিনি রওনা দেন দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে। পরে দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলে গিয়ে পৌঁছান তিনি, যেখানে তাঁর রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল নজিরবিহীন, পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেও তৈরি হয়েছে বাড়তি উৎসাহ। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে বেসরকারি হোটেল থেকে প্রধানমন্ত্রী বাঁকুড়ায় জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

দুর্গাপুর পূর্বে প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে রোড শো কৌশানীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে রোড শো করেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়। এদিন কাঁকসার বামুনারা থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রা যতই এগোতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে সাধারণ মানুষের ভিড়। এদিন কৌশানীকে দেখতে রাস্তার দুই ধারে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বামুনারা হয়ে গোপালপুর গ্রামে রোড শো পৌঁছাতেই শোভাযাত্রার সামনে বেড়ে যায় অগণিত মানুষের এবং তৃণমূল সমর্থকদের ভিড়। সেখান থেকে শোভাযাত্রা কাঁকসার রাজবাঁধে এসে শেষ হয়। কৌশানী জানিয়েছেন, 'নির্বাচনী প্রচারে এসে যেভাবে সাধারণ মানুষের সমর্থন চোখে পড়ছে তা থেকে নিশ্চিত এবার ফের দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কতটা ভালোবাসে সেটাও সাধারণ মানুষের উৎসাহ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

মধ্যমগ্রামে এনজিও 'চিরবন্ধু'র উদ্যোগে জলছত্র পরিষেবার উদ্বোধনে সম্পাদক রাজীব চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি দেবর্ষি ব্যানার্জী-সহ অন্যান্যরা।

মালদায় স্পর্শকাতর জায়গায় বিশেষ নজর প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় মালদায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগেই জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের স্পর্শকাতর বুথগুলির তদারকি করলেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর এবং পুলিশ সুপার অনুপম সিং। রবিবার সকাল থেকেই বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের সঙ্গে নিয়েই ইংরেজবাজার মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি আরও কয়েকটি এলাকাই বুথগুলি সরজমিনে তদারকি চালান তাঁরা। কথা বলেন আশপাশে এলাকার ভোটারদের সঙ্গে। বিগত দিনে যেসব বুথগুলির আশেপাশে সংঘর্ষ গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার পরিস্থিতি এদিন খোঁজখবর নিয়ে দেখেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। ভোটারেরা যাতে নির্বিঘ্নে সংশ্লিষ্ট বুথগুলিতে গিয়ে ভোট দিতে পারেন, সে ব্যাপারেও বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

রবিবার মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডুবি, সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্কুল পাড়া, ঝন্টু মোড়-সহ একাধিক এলাকার বুথগুলি কেন্দ্রীয় বাহিনীর

উপস্থিতিতে পরিদর্শন করেন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। আশেপাশের মানুষজনদের সাথেও তাঁরা কথা বলেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার বর্তমান পরিস্থিতির সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন এবং নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ারও কথাও বলেন জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে সব রকম প্রস্তুতি ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলা হয়েছে। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে নিজেদের কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেন, সে ব্যাপারেও এদিন কয়েকটি এলাকায় ভোটারদের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে। পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, 'নির্বাচনের মধ্যে মালদায় মোতায়েন থাকবে ১৭২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি তিন হাজার অফিসার ফোর্স ওইদিন কাজ করবে। মালদার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে যেসব বুথ এলাকায় বিগত দিনে দুষ্কৃতীদের হামলা ও গোলমালার মতোন ঘটনা ঘটেছে। সেগুলির বর্তমান পরিস্থিতি কি রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেউ যদি অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করে, তাহলে কোনরকম রেয়াত করা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

হরিপালে পরিবারতন্ত্র বনাম ভূমিপুত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্রে ২৬-এর নির্বাচনে জমজমাট লড়াই। একদা হরিপাল বিধানসভা ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সেই ঘাঁটিতে থাবা বসায় জোড়াফুল। ২০১১ থেকে ২১ সাল, টানা তিন বার এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। ২০১১ সালে প্রথমবার সিঙ্গুর জমি আন্দোলনের অন্যতম নেতা বেচারাম মান্নাকে প্রার্থী করে দল। তখন শেখ মুজাফফর আলি ওরফে মাজা ছিলেন হরিপালের দাপুটে তৃণমূল সংগঠক। ফলে দলের প্রার্থী বেচারাম মান্না সহজেই জয়লাভ করেন। এর কয়েক বছর পরে শেখ মুজাফফর আলির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে বিধায়ক বেচারাম মান্নার। দলে কার্যত কোনঠাসা হয়ে পড়েন মাজা। ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। কিন্তু সেই স্মৃতি সুখের নয়। বিজেপিতে তাঁকে কোনও সক্রিয় ভূমিকাতে দেখা যায়নি। এবারে নির্বাচনের আগে আইএসএফে যোগদান করেন তিনি। আর তার পরেই তাঁকে প্রার্থী করে দল। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী করবী মান্না বলেন, 'বিরোধীদের সম্পর্কে আমি কিছু বলব না। আমার কাছে দিদির উন্নয়নই ভরসা। দিদির ছবি আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ।' এক সময়ে তৃণমূলের হয়ে ভোট চেয়েছেন, এখন করবীর বিরুদ্ধে বাম সমর্থিত আএসএফ প্রার্থী, তৃণমূলের কি চাপ বাড়ল? তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'কোনও চাপ বাড়ে নি। কারণ মানুষ বলছে, তিনি একাধিকবার দলবদল করেছেন। আমরা কোনও গুরুত্ব দিচ্ছি না।' অন্যদিকে, বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী শেখ মুজাফফর আলি বলেন, 'মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া রয়েছে। ১৫ বছর তাঁরা পরিবারতন্ত্র চালিয়েছে। তাই মানুষ বিরক্ত। বিজেপি ও তৃণমূল দুই দলই সাম্প্রদায়িক। আর এই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। সাধারণ মানুষ বাম আইএসএফ জোটের প্রার্থীকেই সমর্থন করছে।' মুজাফফর আলি আরও বলেন, 'আমি হরিপালের ভূমিপুত্র। একসময় আমি জমি তৈরি করেছিলাম। আর এই সংসারে যারা লুটপাট করতে এসেছে, তারা লুটপাটেই ব্যস্ত, দরিদ্র মানুষের কথা ভাবার তাদের সময় নেই।' অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী মধুমিতা ঘোষ বলেন, 'লড়াই আমার কাছে কোনও কঠিন নয়, কারণ হরিপালের প্রতিটা মানুষ তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষক-যুবসমাজ সবাই সামিল হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধুঁকছে, কোনও উন্নয়ন হয়নি।'

বাগদার স্পর্শকাতর বুথ পরিদর্শন জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার স্পর্শকাতর বুথ পরিদর্শন ও ৮০ উর্ধ্ব বৃদ্ধাকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আবেদন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের। রবিবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভার স্পর্শকাতর বুথ পরিদর্শনে আসেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও বনগাঁর পুলিশ সুপার। প্রথমে বাগদার হেলেঞ্চাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন জেলাশাসক পুলিশ সুপার। পরবর্তীতে স্পর্শকাতর সলুয়ারদাড়ি বুথের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং ৮০ উর্ধ্ব এক বৃদ্ধা সঙ্গে কথা বলেন। এলাকায় অশান্তি হয় কিনা জানতে চান তাঁর কাছে এবং বৃদ্ধাকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক শিল্পা গৌরী সাড়িয়া জানান, 'আমরা স্পর্শকাতর বুথ পরিদর্শন করছি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। নির্ভয় ভোট দান করবার জন্য আশ্বস্ত করছি। সাধারণ মানুষের তরফ থেকেও এখনও আমরা কোন অভিযোগ পাইনি।' বনগাঁ জেলা পুলিশ সুপার বিদিশা কালিতা দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, 'আমরা সাধারণ মানুষকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্যে পরিদর্শন করছি।'

মেয়ে বিজেপি কর্মী হওয়ায় বাবাকে 'মারধর'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হচ্ছে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা। এবার মেয়ে বিজেপির সক্রিয় কর্মী, তাই বাবাকে ধরে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আহত বাবা সনৎ দত্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তাপ বাড়ছে বসিরহাটে। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বসিরহাট পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ, সনৎ দত্ত শনিবার নিজের কাজকর্ম সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তাকে রাস্তায় আটকায় কয়েকজন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতিরা প্রথমে বলতে থাকে, তোর মেয়ে এবং তোর পরিবার যেন কোনও মতেই বিজেপির হয়ে প্রচার বা কোনরকম মিছিল মিটিংয়ে না যায়। কিন্তু তাদের কথার জবাব দেন সনৎ দত্ত। তখনই দুষ্কৃতীরা তাঁকে এলো পাথারি মারধর করতে থাকে। চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকার মানুষ একত্রিত হলে দুষ্কৃতীরা তাকে ছেড়ে দিয়ে পালায়। এরপর তার পরিবারের লোক এবং এলাকার মানুষ তড়িঘড়ি তাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়েযায়। এরপর গভীর রাতে বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী সৌর্য ব্যানার্জী হাসপাতালে যান ওই বিজেপি নেত্রীর বাবাকে দেখতে। বিজেপির প্রার্থী, সৌর্য ব্যানার্জী বলেন, 'আমাদের কর্মীদের মারধর, ছিনতাই, টাকা লুটের একাধিক ঘটনা ঘটাচ্ছে। সম্প্রতি শুধু এই বয়স্ক ভদ্রলোকের মেয়ে বিজেপি পার্টি করে বলে তাঁকে মার খেতে হল তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী হাতে। বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভায় তৃণমূল গোহারা হারবে বলেই তাদের

কর্মীদের বিজেপি বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।' এই বিষয়ে বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র বলেন, 'আমি ঘটনাটা জানিই না,আমাদের মধ্যে এমন কোনও কর্মী সমর্থক নেই, যারা এইরকম ধরনের নোংরা কাজ করবে। ওরা থানায় এবং ইলেকশন কমিশনে অভিযোগ করুক, তাঁরা পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক যদি কেউ দোষ করে থাকে তাঁর শাস্তি হবে।'

রাম-সীতা মন্দির সংস্কারে উদ্যোগী তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ইছামতি নদীর ধারে শতাব্দী প্রাচীন রাম সীতা-সহ একাধিক মন্দির ভগ্নদশায় পড়ে আছে। সেই সব মন্দির সংস্কারে এগিয়ে আসলো বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করলেও মন্দির সংস্কারে কখনোই এগিয়ে আসেনি বিজেপি নেতা, কর্মী, সমর্থকেরা। এবার ইছামতি নদীর পাড়ে শতাব্দী প্রাচীন রাম সীতার মন্দির, গর্ভ গৃহ মা কালী শিবের ভগ্নদশা সংস্কারের প্রতিজ্ঞা করলেন বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিত মিত্র ওরফে বাদল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের টাউন হল ইছামতি নদীর পাড়ে পুরাতন ফেরিঘাটের পাশে ১১১ বছরের প্রাচীন মন্দির ভগ্নদশায় রূপান্তরিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দাবি উঠছিল ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের যে এই মন্দিরটা সংস্কার করা হোক। তার পাশেই রয়েছে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় কিন্তু মন্দির সংস্কারের ব্যাপারে উদাসীন রয়েছে এমনটা দাবি করেছেন বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিত মিত্র ওরফে বাদল। তিনি আরও বলেন, 'রাম সীতার ধর্মটাকে তারা ব্যবহার করে কাজে লাগায়, কিন্তু মন্দির সংস্কার নিয়ে তাদের কোনও হেলদোল নেই। শুধু ধর্মের নামে ভোট চাইবে আর মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করবে। এটা সম্প্রীতির বাংলা যে যার ধর্মের মানুষ তারা তাদের ধর্ম পালন করে। এইটাই বাংলার সংস্কৃতি আর এখানে একটি রাজনৈতিক দল ধর্মকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করছে।' মন্দিরের পাশেই বিজেপির পার্টি অফিস। অথচ তারা কিছুই করেনি বলে তৃণমূল প্রার্থীর দাবি। এই কেন্দ্রে তৃণমূল আবার ক্ষমতায় আসলেই তারা মন্দিরগুলি সংস্কারের কাজে নামবে বলে আশ্বাস দেন তৃণমূল প্রার্থী।

'জল রক্ষায় বাংলা' শীর্ষক নববর্ষের অনুষ্ঠান বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুয়ারে নির্বাচন। তাই নিয়ে যখন মেতে উঠেছে জেলা, তখন বাংলার ঐতিহ্য নিয়ে বর্ষবরণের এক ব্যাতিক্রমী ছবি দেখা গেল জেলায়। 'বাংলা আমাদের বাংলা, ব্যাতিক্রমী বাংলা, বাংলা মানে গাছকে ভালোবাসা, ঠাকুর মেনে গাছকে পূজা করা, বট অশ্বত্থ পাকুড়, নিমের বিয়ে দেওয়া, বাংলা আমাদের বাংলা, ব্যাতিক্রমী বাংলা, বাংলা মানে সবার সেরা, সবার আগে ভাবা, গাছ লাগানো-গাছ বাঁচানোর কথা।' এভাবে অসংখ্য গান ও নাটকে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানে মেতে উঠতে দেখা যায় শিল্পীদের। রবিবার জেলার গাংদুয়া জলাধার এলাকায় 'প্রকৃতির পূজারী বাংলা, জল রক্ষায় বাংলা' শিরোনামে নববর্ষের অনুষ্ঠানে মেতে ওঠেন তাঁরা।

জেলার জনপ্রিয় পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় জানান, গত তিনবছর ধরে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীরা এতে অংশ নিয়ে ছিলেন। প্রতি বছর তাঁরা এই বর্ষবরণ করেন। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, রাজ্য জুড়ে পরিবেশ সুরক্ষার সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার প্রধান শিক্ষিকাদ্বয় গানে সংগীত বিশ্বাস এবং নাটকে একতা গঙ্গোপাধ্যায় ও সহকারি স্বস্তি চ্যাটার্জি-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলার শিল্পীরা অংশ নিয়ে ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে গাছপালা, জল, বন্যপ্রাণ ইত্যাদি প্রকৃতি সুরক্ষায় ১৪ শাক, বট ও অশোক গাছকে দেবী যষ্টি মেনে ও মনসা গাছ পূজা,গাছের বিয়ে, গাছ ও পুকুর প্রতিষ্ঠা,বসনঝোরা ও পুন্নিপুকুর ইত্যাদি নিয়ে যেসব ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় লোকাচার রয়েছে সেগুলি গান, নাচ ও নাটকে তুলে ধরা হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে যুক্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে সামিল হতে পেরে খুশি। এতদিন পরিবেশের সৌন্দর্য্যকে ভালোবেসে প্রকৃতি পর্যায়ের গান, নাচ ও নাটকের চর্চা হতো। প্রকৃতি ও পরিবেশ এখন বিপন্ন। তাই পরিবেশ সুরক্ষাকে লক্ষ্য করে সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটাতে তারা উদ্যোগী হয়েছেন। এই অভিনব আন্দোলনে তারাই পথপ্রদর্শক ও এক মাত্র। সারা রাজ্যে প্রায় নয় হাজার শিল্পী এই পরিবেশ সুরক্ষা সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশে যুক্ত। তাদের লক্ষ্য সবুজ ও জল সমৃদ্ধ বাংলা।

ভারতের দূত হিসেবে বাংলাদেশে দীনেশ ত্রিবেদী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের দূত হয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছেন পশ্চিমবাংলার দীনেশ ত্রিবেদী। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। শেষ মুহূর্তে কোনও পরিবর্তন না-ঘটলে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটপর্ব মিটলেই দীনেশকে রাষ্ট্রদূত করে ঢাকায় পাঠানোর সরকারি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে অনেক চিন্তাভাবনার পরই দীনেশকে ওই পদের জন্য বাছা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বর্তমানে বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মা। তাঁকে বেলজিয়ামে পাঠানো হতে পারে। আর তাঁর জায়গায় দীনেশকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত (হাই কমিশনার) করা হবে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার অপেক্ষা। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনূস পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকারের গোড়ার পর্ব থেকেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা হলেও 'অবনতি' হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে। ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি। খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক মসৃণ করার উদ্যোগ চলছে দু'তরফেই। এই মসৃণ করার কাজেই দীনেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবেন বলে মনে করছে ভারত সরকার।

দীনেশ ঝরঝরে বাংলা বলেন। দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ। শুধু রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল সম্পর্কিত জানা-বোঝাই নয়, দুই বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। দক্ষ সেতারবাদক দীনেশের হাতে শুধু ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কই নয়, দুই বাংলার সম্পর্কও নতুন সুরে বাজতে পারে বলে মনে করছে কেন্দ্র।

গুজরাতি দম্পতি হীরালাল ত্রিবেদী এবং উর্মিলাবেন ত্রিবেদীর কনিষ্ঠপুত্র দীনেশ। হিমাচল প্রদেশের বোর্ডিং স্কুল থেকে পড়াশোনার পর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে কমার্সে স্নাতক হন। তার পর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ। আশির দশকে কংগ্রেসে যোগ দেন দীনেশ। কিন্তু ১৯৯০ সালে জনতা দলে চলে যান। ১৯৯০-'৯৬ পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভায় জনতা দলের সাংসদ ছিলেন। ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তৃণমূল গঠন করেন, সেই দলে যোগ দেন দীনেশ এবং দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন। ২০০২-'০৮ পর্যন্ত রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন। ২০০৯ সালে ব্যারাকপুর থেকে তৃণমূলের হয়ে লোকসভা ভোটে প্রার্থী হন। ওই আসনে জিতে কেন্দ্রের মনমোহন সিংহ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হন। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর মমতা রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়লে, সেই দায়িত্ব সামলান দীনেশ। কিন্তু রেলের ভাড়া বাড়ানোয় তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মমতা। তাঁকে রেলমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

২০১৯ সালে ব্যারাকপুর থেকে তিনি আবার তৃণমূলের প্রার্থী হন। কিন্তু সে বার বিজেপির অর্জুন সিংয়ের কাছে হেরে যান। তার পর তৃণমূল তাঁকে আবার রাজ্যসভায় পাঠায়। কিছু দিন পর থেকে তৃণমূলের সঙ্গে 'দূরত্ব' তৈরি হয় দীনেশের। তাঁকে নিয়ে জল্পনা জোরালো হতে থাকে। তা হলে কি এবার বিজেপিতে যাচ্ছেন দীনেশ? সেই জল্পনাকে সত্যি করে ২০২১ সালে ৬ মার্চ পদ্মশিবিরে যোগ দেন তিনি। রাজ্যসভার সাংসদপদ থেকে ইস্তফা দেন। এখন বিজেপিতেই রয়েছেন দীনেশ। সবকিছু ঠিকঠাক চললে, কিছু দিনের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দায়িত্ব নিয়ে তিনি এক বাংলা থেকে আর এক বাংলায় রওনা হবেন।

শেষ পর্যন্ত রওনা যদি হন, মোদীর তরফ থেকে একটি অন্তর্নিহিত বার্তাও চলে আসবে পশ্চিমবাংলায়। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গেলে যোগ্যতা মতো 'পুরস্কার' মিলবে। আনুগত্যের পুরস্কার মমতাও দেন। সেই মমতারই ঘর ভাঙিয়ে আনা দীনেশকে এ ক্ষেত্রে 'শুরুর শুরু' বলে মনে হওয়াটা অবাস্তব নয় একেবারেই। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আশাপ্রদ ফল করলে, এমন পুরস্কারের তালিকায় বঙ্গব্যক্তিত্বরা বিশেষ গুরুত্ব পেতে চলেছেন, ধরে নেওয়াই যায়।

জার্মানি সফরে রাজনাথ, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

ডিএমকে'র তীব্র সমালোচনা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল: আগামী ২১-২৩ এপ্রিল জার্মানি সফরে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ২১-২৩ এপ্রিল পর্যন্ত জার্মানি সফরে যাবেন। এই সফরকালে তিনি তাঁর জার্মান প্রতিপক্ষ বরিস পিস্টোরিয়াস এবং সরকারের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, আলোচনায় প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা বৃদ্ধি, সামরিক বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা জোরদার করা এবং সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ড্রোনের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে সুযোগ অন্বেষণের উপর আলোকপাত করা হবে। উভয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা রোডম্যাপ এবং রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম প্রশিক্ষণে সহযোগিতার জন্য বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তেনকাসিতে ভোটের প্রচারে ডিএমকে'র তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ভোটের প্রচার করেন রাজনাথ সিং। প্রবীণ এই বিজেপি নেতা বলেন, 'আমি জানি তামিলনাড়ুর মানুষ কতটা ধর্মপ্রাণ। যদি কেউ সনাতন ধর্মকে নির্মূল করার চেষ্টা করে, তবে তাঁরা জনগণের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'তামিলনাড়ু সরকার সুব্রহ্মণ্য স্বামী মন্দিরের ভক্তদের পুজো করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। আদালত তিরুপারানকুন্দ্রমে প্রদীপ জ্বালানোর প্রথাকে অনুমতি দেওয়ার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও, তামিলনাড়ু পুলিশ কার্তিগাই দীপম প্রজ্বলন করতে যাওয়া ভক্তদের থামিয়ে গ্রেফতার করেছে। এর পরেও, ডিএমকে সরকার এবং তাঁদের মিত্ররা এই আদেশ কার্যকর করছে না এবং এটিকে দমন করার চেষ্টা করেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, এখানে এনডিএ সরকার গঠনের পর, আমরা নিশ্চিত করব যেন কার্তিগাই দীপম প্রজ্বলনের পবিত্র প্রথা এখানে আবার শুরু হয়। এটি আপনাদের অধিকার এবং এটি বিজেপির গ্যারান্টি।'

পুণ্যার্থীদের জন্য খুলল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, চারধাম যাত্রাও শুরু

উত্তরকাশী, ১৯ এপ্রিল: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র দিনে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে গেল গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরে দরজা। প্রতিবছর অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য দিনেই গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়, এবারও অন্যথা হল না। গঙ্গোত্রীর দরজা দুপুর ১২.১৫ মিনিটে ও যমুনোত্রী মন্দিরে দরজা ১২.৩৫ মিনিটে খুলে দেওয়া হয়। দু'টি তীর্থক্ষেত্রই ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি গঙ্গোত্রী মন্দিরের দরজা খোলার সময় উপস্থিত ছিলেন। এই পবিত্র মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামে প্রথম প্রার্থনা করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে মা গঙ্গার দ্বার উন্মোচিত হয়, যা চার ধাম যাত্রা ২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক সূচনাকে চিহ্নিত করে। পুষ্কর সিং ধামি বলেন, 'ভক্তদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা রয়েছে। এবারের চার ধাম যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি সকলকে যাত্রার পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে চলার অনুরোধ করছি।'

অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ মুহূর্তে চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠান এবং বৈদিক স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে ভক্তদের জন্য যমুনোত্রী ধামের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। শুভ সময় অনুযায়ী, রবিবার দুপুর ১২৩৫ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করা হয়, যা চার ধাম যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। মন্দিরের প্রবেশদ্বার উন্মোচনের ফলে, দেশ ও বিদেশের তীর্থযাত্রীরা এখন আগামী ছ' মাস ধরে এই তীর্থস্থানে দেবী যমুনার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে বাংলা নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে।

ইরানের সঙ্গে আর ভালোমানুষি চান না ট্রাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইরানের সঙ্গে আর ভালমানুষি করবেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে সমাজমাধ্যমে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি জানান, যে ভাবে হরমুজ প্রণালী পুনরায় অবরুদ্ধ করে অন্য দেশের জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে ইরান, তা ভাল ভাবে নিচ্ছে না আমেরিকা। এই সূত্রেই ট্রাম্প ঘোষণা করেন, তিনি ইরানের সঙ্গে আর ভালমানুষি করতে চান না।

অন্য দিকে, পাকিস্তানের ইসলামাবাদে দ্বিতীয় পর্যায়ের শান্তিবৈঠকে বসতে চলেছে আমেরিকা এবং ইরান। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য সোমবার সন্ধ্যাতেই পাকিস্তানে পৌঁছে যাচ্ছে মার্কিন প্রতিনিধিদল। সমাজমাধ্যমের পোস্টে ট্রাম্প এও জানিয়েছেন যে, সংঘাত থামাতে ইরানকে 'খুবই স্বচ্ছ এবং যৌক্তিক বোঝাপড়ার' প্রস্তাব দিয়েছে আমেরিকা। এই প্রস্তাবে সম্মত না-হলে ফের ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেতুতে হামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই প্রসঙ্গে ট্রাম্প লিখেছেন যে, 'যদি ওরা বোঝাপড়ায় না-আসে, তা হলে সম্মানের সঙ্গে সেটাই করব, যা করা প্রয়োজন। গত ৪৭ বছর ধরে এই কাজ অন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টদের করার কথা ছিল।' তবে ইরানের বিরুদ্ধে ঠিক কোন কাজ করার কথা তিনি বলেছেন, তা স্পষ্ট করেননি।

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করার অভিযোগ তুলে গত শনিবার থেকে ফের হরমুজ অবরোধ করা শুরু করেছে। এই কাজ করে ইরান না-জেনেই আমেরিকাকে সাহায্য করছে বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, তআমাদের অবরোধে এমনিতেই হরমুজ বন্ধ। ওরা (ইরান) না-জেনেই এই সংকীর্ণ প্রণালী অবরোধ করে আমাদের সাহায্য করছে।দ এর ফলে প্রতি দিন ইরান প্রায় ৪৭৩০ কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) লোকসান করছে বলেও দাবি করেছেন ট্রাম্প।

তবে অবরুদ্ধ হরমুজ ধরে যাওয়া জাহাজের ওপর গুলি চালানোর জন্য ইরানকে আক্রমণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর মতে, ইরানের এই পদক্ষেপ যুদ্ধবিরতির শর্তকে লঙ্ঘন করছে। ইরান মূলত ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের একটি জাহাজকে নিশানা করে গুলি চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। শনিবার হরমুজ প্রণালী পেরোনোর সময় ভারতের একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারকে নিশানা করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে ইরানের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ফাতালিকে তলব করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, শনিবার সন্ধ্যায় ফাতালির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব বিক্রম মিস্রি। সেই বৈঠকে ভারতীয় জাহাজে হামলার বিষয় নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেন তিনি। বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নাবিকদের নিরাপত্তার প্রতি ভারতের গুরুত্বের উপর জোর দেন বিক্রম। ট্রাম্প অবশ্য ভারতীয় জাহাজের উপর হামলার ঘটনার কথা উল্লেখ করেননি।

কিয়েভে আততায়ী হামলায় হত ৫, জখম ১৫, নিহত বন্দুকধারী

কিয়েভ, ১৯ এপ্রিল: ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে শনিবার এক বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। পরে পুলিশের অভিযানে নিহত হয় হামলাকারী।

রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কিয়েভের হলোসিভস্কি জেলায় একটি রাস্তায় প্রথমে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ওই বন্দুকধারী। ঘটনাস্থলেই চার জনের মৃত্যু হয়। এরপর সে একটি সুপারমার্কেটে ঢুকে কয়েকজনকে বন্দি করে এবং বাধা দিলে আরও এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে।

প্রায় এক ঘণ্টার অভিযানের পর বিশেষ বাহিনীর সাহায্যে পুলিশ সকল বন্দিকে নিরাপদে উদ্ধার করে এবং হামলাকারীকে গুলি করে নিহত করে। হামলাকারীর বয়স প্রায় ৫৮ বছর বলে জানা গিয়েছে। কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিচকো জানান, আহতদের মধ্যে নয় জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহোর ক্লিমেঙ্কো বলেন, দ্রুত অভিযানের মাধ্যমেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি জানান, হামলার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এটি সন্ত্রাসমূলক হামলা কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কলম্বোয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণনের

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল: দু'দিনের সফরে শ্রীলঙ্কা পৌঁছেছেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। রবিবার কলম্বোয় পৌঁছনোর পর সে দেশের রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। রবিবার সকালেই দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে কলম্বোর উদ্দেশে রওনা হন উপরাষ্ট্রপতি। দুই দিনের এই সফরে শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মতবিনিময়-সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

রবিবার সকালে দু'দিনের সফরে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা হন উপরাষ্ট্রপতি। দেশের উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এটাই সি পি রাধাকৃষ্ণনের প্রথম বিদেশ সফর। এই সফরকালে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকে, প্রধানমন্ত্রী হরিণী অমরাসূর্য এবং বিরোধী দলনেতার সঙ্গে বৈঠক করার কর্মসূচি রয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন কলম্বোর রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। অভিন্ন ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে প্রোথিত ভারত-শ্রীলঙ্কা বহুমুখী সম্পর্ককে আরও গভীর করার বিষয়ে তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন 'প্রতিবেশী সর্বাগ্রে' নীতির প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং উভয় দেশের স্বার্থে আমাদের সহযোগিতা আরও জোরদার করার কথা জানিয়েছেন।

ময়দান

রিঙ্কুর ক্যাচ মিসেই অনুকূলে ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটি-দু'টি নয়, টানা সাত ম্যাচ অপেক্ষার পর অবশেষে আইপিএলে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল কেকেআর। রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে নাটকীয় ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসকে ৪ উইকেটে হারাল কলকাতার দল। শেষ দুই বল বাকি থাকতে জয়ের রান তুলে নেয় তারা। তবে জয় এলেও কেকেআরের পারফরম্যান্সে স্বস্তির চেয়ে প্রশ্নই বেশি রয়ে গেল।

প্রথমে ব্যাট করে রাজস্থান ২০ ওভারে তোলে ১৫৫/৯। রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় কেকেআর। নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে তারা। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রয়োজনের সময় দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হন অভিজ্ঞ ব্যাটাররা। অযথা শট খেলে উইকেট ছুঁড়ে দেওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেও ম্যাচ জটিল করে তোলে কলকাতা।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে দলের ত্রাতা হয়ে ওঠেন রিঙ্কু সিংহ। ধৈর্য ধরে ইনিংস গড়ে তিনি শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। শুরুতে খুব দ্রুত রান না-এলেও তিনি উইকেটে টিকে থাকেন। পরে সুযোগ বুঝে আক্রমণ চালান। ৩৪ বলে অপরাজিত ৫৩ রান করেন রিঙ্কু। তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ২টি ছয়। দীর্ঘদিন প্রত্যাশামতো পারফর্ম করতে না-পারলেও এই ম্যাচে পুরনো রিঙ্কুকেই দেখা গেল।

তবে রিঙ্কুর লড়াই সফল হত না যদি পাশে অনুকূল রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না-নিতেন। চাপের সময়ে তিনি দ্রুত ১৬ বলে ২৯ রান করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। দু'জনের জুটি কেকেআরকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। শেষ মুহূর্তে শান্ত মাথায় খেলে জয় নিশ্চিত করেন তারা।

জয় পেলেও কেকেআরের ব্যাটিং নিয়ে উদ্বেগ থেকেই গেল। সহজ ম্যাচকে কঠিন করে তোলার অভ্যাস যেন ছাড়তে পারছে না দল। ওপেনারদের ব্যর্থতা, মাঝের সারির অস্থিরতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন শট নির্বাচন আবার সামনে এল। এমন ব্যাটিং শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বড় সমস্যায় ফেলতে পারে।

বোলিং বিভাগও খুব ধারালো ছিল না। যদিও রাজস্থানকে ১৫৫ রানে আটকে রাখা গেছে, তবু মাঝেমধ্যে ঢিলেঢালা বোলিং দেখা গিয়েছে। ফিল্ডিংয়েও ছিল ভুলভ্রান্তি। সহজ ক্যাচ মিস, মিসফিল্ড, সব মিলিয়ে কেকেআরের সামগ্রিক খেলায় এখনো ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট।

অন্যদিকে, এ দিনের ম্যাচে বড় আকর্ষণ ছিলেন ১৫ বছরের তরুণ বৈভব সূর্যবংশী। তাঁকে দেখতে ইডেনে সমর্থকদের বাড়তি উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। তরুণ এই ক্রিকেটারও হতাশ করেননি। শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং করে কেকেআর বোলারদের চাপে ফেলেন তিনি। ২৮ বলে ৪৬ রান করেন বৈভব, যার মধ্যে ছিল ৬টি চার ও ২টি ছয়। কয়েকটি দুর্দান্ত শটে দর্শকদের মুগ্ধ করেন তিনি। অল্পের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া হলেও ভবিষ্যতের বড় তারকার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন।

সব মিলিয়ে কেকেআর অবশেষে জয় পেল, কিন্তু এই জয় নিখুঁত নয়। রিঙ্কু ও অনুকূলের সাহসী ব্যাটিং দলকে রক্ষা করেছে। তবে যদি দ্রুত ভুলগুলো শুধরে নেওয়া না-যায়, সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে কলকাতার জন্য।

আগরকরের হাতেই ভরসা?

চিফ সিলেক্টরের চুক্তি বাড়াতে চলেছে বিসিসিআই!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটে গত কয়েক বছরে বড় পরিবর্তনের সময় এসেছে, আর সেই পরিবর্তনের অন্যতম মুখ ছিলেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারতের ধারাবাহিক সাফল্যের পিছনে তাঁর ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। তাই জুন মাসে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তাঁর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি বাড়ানোর পথে হাঁটছে বলে একাধিক সূত্রে জানা যাচ্ছে।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আগরকর। সেই সময় ভারতীয় দল ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে। বহু অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে যাচ্ছিলেন বা কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফলে নতুন প্রজন্মকে সুযোগ দেওয়া, দল গঠন করা এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ভিত তৈরি করা ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আগরকর সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে বেশ কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নেন, যা শুরুতে সমালোচনার মুখে পড়লেও পরে ফল দিতে শুরু করে।

তাঁর আমলেই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারত দারুণ সাফল্য পায়। ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপে ভারত ফাইনালে পৌঁছেছিল। যদিও ট্রফি জেতা হয়নি, তবে গোটা টুর্নামেন্টে ভারতের আধিপত্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এরপর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারত আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পরপর দু'বার বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়ে। ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জেতে ভারতীয় দল। এত বড় বড় সাফল্যের ফলে আগরকরের পরিকল্পনা এবং নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গি যে কার্যকর হয়েছে, তা স্পষ্ট।

তবে তাঁর সময়কাল একেবারে বিতর্কহীন ছিল না। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে কিছু হতাশাজনক হার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ সামিকে পারফর্ম করা সত্ত্বেও যথেষ্ট সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে।

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস লড়াইয়ের শুভারম্ভ করলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার অ্যালান বর্ডার।উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি সচিব বাবলু কোলে, যুগ্ম সচিব মদন মোহন ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস , সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের সঙ্গে সাদার্ন সমিতির কর্ণধার সৌরভ পাল ও অন্যান্যরা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

সুবোধ অধিকারী • তৃণমূল প্রার্থী

বীজপুরে পদ্ম-ঘাসফুলের লড়াইয়ে মাঝে কাঁটা হয়ে আছে কাস্তে-হাতুড়ি

সুদীপ্ত দাস • বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

বীজপুর বিধানসভা। ২০২১ সালের ভোটে বীজপুরে জিতেছে তৃণমূল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত বীজপুর একটি জেনারেল ক্যাটাগরির কেন্দ্র। সরকারিভাবে ব্যারাকপুর মহকুমার অধীনে একটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক হল বীজপুর। তবে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিরও অংশ এই কেন্দ্র। এই বিধানসভা কেন্দ্রটিতে কাঁচরাপাড়া এবং হালিশহর পৌরসভা রয়েছে। এই বিধানসভার এলাকার চরিত্র হল শহুরে। বীজপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বীজপুর বিধানসভা। স্বাধীনতার পর থেকে এখানে ১৭টি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। তবে ঐতিহাসিকভাবে বীজপুরে বামদের ঘাঁটি ছিল। এখানে তারা ১১ বার জিতেছে। আর কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস এখানে তিনটি করে বিধানসভা ভোটে জয়লাভ করেছে। সিপিআই(এম) ৯ বার আসনটি জিতেছে। এছাড়া অবিভক্ত সিপিআই এখানে দু'বার জয় পায়। বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র দাসের সঙ্গে বীজপুরের নাম যেন জড়িয়ে রয়েছে পরতে পরতে। কারণ, তিনি ১৯৬৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টানা আটবার জিতেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই এখানে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে সিপিআইএম। প্রাথমিকভাবে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে সিপিআইএম-এর হয়ে জয় দেখেছিল। তারপর তিনি ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে ইলেকশন তিনি কংগ্রেসে যান। তারপর আবার ফেরেন সিপিএম-এ। তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত এখানে সিপিএম-এর হয়ে জয়লাভ করেন। যদিও তিনি ১৯৯৬-এর ভোটে লড়েননি। তবে ২০০১ সালে আরও একবার জয়ী হয়ে ফিরে আসেন।

বামেদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই বীজপুরের ভাঙন ধরায় তৃণমূল। ২০১১ সালের পর থেকে এখানে পরপর তিনবার জয় পায় তৃণমূল। মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায় ২০১১ এবং ২০১৬ সালে এখানে জয়ী হন। ২০১১ সালে ১২,৬১২ ভোটে সিপিআইএম-এর নির্ঝরিণী চক্রবর্তীকে এবং এরপর ৪৭,৯৫৪ ভোটে রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন। তবে ২০১৭ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। এরপর ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর সেই ভোটে তিনি ১৩২৪৭ ভোটে তৃণমূলের সুবোধ অধিকারীর কাছে হেরে যান। তবে তিনি ভোটের নিরিখে সিপিআইএম-কে ছাড়িয়ে যান। ফলে সিপিআইএম পৌঁছে যায় তৃতীয় স্থানে আর বিজেপির উত্থান হয়ে পৌঁছায় দ্বিতীয়তে। তখন থেকেই বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠে এসেছে। এই কেন্দ্রে সিপিআই(এম) কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে লড়লেও ২০২১ এবং ২০২৪ উভয় নির্বাচনেই ভাল ফল করেনি। ২০২১ সালে মাত্র ১০.৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তারা। আবার ২০২৪ সালে তারা ৯.৯৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বীজপুরে ২০২১ সালে ১৯২,৩১৬ ভোটার ছিল। আবার ২০১৯ সালে ১৮৫,১৩৩ এবং ২০১৬ সালে ১৭৯,৬০৮ ছিল ভোটার সংখ্যা। এখানে তফসিলি জাতি ভোটারদের সংখ্যা প্রায় ২০.৪৯ শতাংশ। মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটি ৬ শতাংশ। এখানকার নির্বাচনী এলাকা সম্পূর্ণ শহুরে। এখানে কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই। মাথায় রাখতে হবে, গত দশকে এই কেন্দ্রে ভোটারদের ভোটদানের হার ক্রমাগত বেড়েছে। ২০১৬ সালে ৬৯.৫১ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ৭১.০৯ শতাংশে এবং ২০২১ সালে ৭২.৩৩ শতাংশে পৌঁছেছে ভোটদানের হার। তবে বীজপুরের অবস্থান সম্পর্কে মাথায় রাখতে হবে, নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বীজপুর অবস্থিত। এই এলাকাটা সমতল ভূমি। এর কাছ দিয়ে বয়ে গিয়েছে হুগলি নদী। ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চল। কলকাতার এবং ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চল কাছাকাছি থাকায় এই এলাকা মোটের উপর উন্নত। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ যা ভারতের অন্যতম প্রাচীন ওয়ার্কশপ, সেটি এই অঞ্চলের অন্যতম বিরাট কর্ম সংস্থানের এলাকা। এখানকার পরিকাঠামো শক্তিশালী। রেল এবং সড়ক নেটওয়ার্ক দারুণ। শিয়ালদহ এবং বৃহত্তর কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চলকে কাঁচরাপাড়া এবং হালিশহর স্টেশনের মাধ্যমে বীজপুরের সঙ্গে সংযুক্ত। কাছাকাছি শহরগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যারাকপুর (১৫ কিমি), নৈহাটি (১০ কিমি দক্ষিণে) এবং বারাসাত (জেলা সদর ৩০ কিমি)। কলকাতা প্রায় ৪৫ কিমি দূরে অবস্থিত। নদীয়া জেলার সীমান্ত পেরিয়ে, কল্যাণী প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। এছাড়া বাংলাদেশ সীমান্তে বনগাঁ প্রায় ৬০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এদিকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বীজপুরের মানুষের মন পেতে পৃথক অঙ্গীকারপত্র ঘোষণাও করেছে তৃণমূল। যেখানে প্রার্থী সুবোধ অধিকারী দলের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকারপত্র তুলে ধরেন। বীজপুরের অঙ্গীকারপত্রে রয়েছে স্মার্ট সিটি, আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল এবং সিসি ক্যামেরায় শহর মুড়ে ফেলার প্রতিশ্রুতি। বীজপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারী স্মার্ট সিটি তৈরির পাশাপাশি শিবানী হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি মাল্টি হাসপাতাল করার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কাঁচরাপাড়া ও হালিশহরের রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ করা হবে এবং হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

তবে বীজপুরের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বোঝায় গেছে, এখানকার মূল সমস্যা হল, বন্ধ ও রুগ্ন কলকারখানা। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, বীজপুর অঞ্চলটি কাঁচরাপাড়া ও হালিশহর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার একটি বড় সমস্যা হলো জে কে টায়ার সহ একাধিক ছোট-বড় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা ধুঁকতে থাকা। এর ফলে স্থানীয় হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও আছে পরিষেবার অভাব ও যানজট। কাঁচরাপাড়া এবং হালিশহর পৌরসভা এলাকায় ঘনবসতি বেশি হওয়ায় সরু রাস্তা ও তীব্র যানজট একটি নিত্যদিনের সমস্যা। ফলে কাঁচরাপাড়া স্টেশনের কাছে বাজার ও অটোরিকশার অনিয়ন্ত্রিত ভিড়ে সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস ওঠে প্রতিদিন। এছাড়াও রয়েছে নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা। বর্ষার সময় হালিশহর ও কাঁচরাপাড়ার নিচু এলাকাগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সঠিক নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে জমা জল নামতে সময় লাগে। শুধু কী তাই, এর সঙ্গে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যাও। বীজপুরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে এখনো পরিস্রুত পানীয় জলের পর্যাপ্ত সংযোগ নেই বলে বাসিন্দারা বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। আর বীজপুরে বোঝার ওপর শাকের আঁটি এখানকার রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অস্থিরতা। রাজনৈতিকভাবে এই এলাকাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। নির্বাচনের সময় বা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘাতের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রায় সবসময়েই এক উদ্বেগে ভোগেন স্থানীয়রা। এরই মাঝে এলাকাবাসীর দাবি, রেলওয়ে ব্রিজের। রেললাইনের ওপারে থাকা বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত উড়ালপুল বা সাবওয়ে নিয়ে বারবার দাবি করা হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এরই পাশাপাশি ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে এলাকার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানই ভোটারদের কাছে সবথেকে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান বিধায়ক সুবোধ অধিকারী বিভিন্ন এলাকার মানুষের সমস্যা শুনে তা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তবে বীজপুরে প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে এক অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল বিজেপি শিবিরে। কারণ, বিজেপি ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে সুদীপ্ত দাসকে। আর প্রার্থীর নাম প্রকাশের পর থেকে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যেই। এমনকী প্রার্থীয় নামে বীজপুরে পড়ে পোস্টারও। এছাড়াও 'নো ভোট টু বিজেপি' পোস্টার পড়েছে গোটা বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায়। এই পোস্টার নিয়ে অভিযোগের আঙুল ওঠে শাসকদলের দিকেই। তবে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, এই পোস্টার দিয়েছে বিজেপির বিক্ষুব্ধদের তরফ থেকে। এছাড়াও এই ঘটনা আদতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলেও জানানো হয় তৃণমূলের তরফ থেকে। তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব মানতে নারাজ বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড। সব মিলিয়ে ভোটের আগে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই পোস্টার ঘিরে উত্তপ্ত হয় বীজপুরের রাজনৈতিক আবহাওয়া।

এদিকেপ্রার্থী না করায় নির্দল হয়ে মনোনয়ন জমা করেন হাজিনগরের প্রেমচাঁদ মিশ্র। প্রেমচাঁদবাবুর বক্তব্য, যাঁরা পুরানো কর্মী তাঁদের প্রার্থী করা হল না। যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে তিনি আগে তৃণমূল করতেন। খুনের মামলায় এলাকা ছাড়াও ছিলেন। সাত বছর কেউ তাকে দেখেনি। ফলে কেন তাঁকে প্রার্থী করা হল প্রশ্ন ওঠে তা নিয়েও। প্রেমচাঁদের অভিযোগ, প্যারাসুটে এসে বিজেপি করার মত। আর নির্দল প্রার্থী হওয়ার পর থেকে তাঁকে নানা রকম অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তিনি এবং তাঁর মেয়ে অভিযোগ করেন, বাড়ি থেকে বের হলেই কটূক্তি করা হচ্ছে। বিজেপি কর্মীরা কদর্য ভাষায় গালাগাল করছেন। আমরা অভিযোগ জানিয়েছি। এর শেষ দেখে ছাড়ব। এই প্রসঙ্গে হালিশহরের চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষ বলেন, সুদীপ্ত দাসকে প্রার্থী করায় বিজেপির দ্বন্দ্ব প্রকাশে এসে পড়েছে। প্রবীণ এবং নবীন বিজেপির দ্বন্দ্বে গোলমাল শুরু হয়েছে। মানুষ এই বিজেপি প্রার্থীকে পছন্দ করছে না। ইতিমধ্যে কয়েকশো বিজেপি কর্মী দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। আগামী ২৯ তারিখ ইভিএমে তার জবাব দিয়ে দেবে। এই ঘটনায় বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণার বীজপুর বিধানসভা এলাকায় ভোটের আবহে এক সাক্ষাৎ ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস হঠাৎই পৌঁছে যান মুকুল রায়ের পুত্র প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়,এর বাড়িতে। এই সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।যদিও বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস দাবি করেন, এই সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সৌজন্যের।সঙ্গে এও জানান, শুভ্রাংশু তাঁর বহু দিনের বন্ধু। তাঁরা একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। তাঁর বাবার মৃত্যুর সময় বিধিনিষেধের কারণে আসতে পারিনি। তাই দেখা করতে এসেছেন।একই সুর শোনা গেছে শুভ্রাংশু রায়ের মুখেও। তিনি জানান, এটি সম্পূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্কের সৌজন্য সাক্ষাৎ। রাজনীতির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে বন্ধুর প্রতি শুভকামনা জানাতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। অকপটে বলেন, ও ভালো রেজাল্ট করুক, সেই কামনাই তিনি সর্বদা করবেন। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের ঠিক আগে এই ধরনের সাক্ষাৎ নিছক সৌজন্য না কৌশল, তা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে বীজপুরের রাজনীতিতে।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রটিতে মূল লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস (সুবোধ অধিকারী) এবং বিজেপি (সুদীপ্ত দাস)-র মধ্যেই, এমনটাই ধারনা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। তবে এবার প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া তৈরি হওয়ায় বামেরাও নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। করছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৬ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্টের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দেবাশিস রক্ষিত। সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল এবং বিজেপির পর বামেরা তৃতীয় স্থানে ছিল।

২০২৪ সালের ব্যারাকপুর লোকসভা উপনির্বাচনেও এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের আধিপত্য বজায় ছিল, যা ২০২৬ সালে বামেদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সঙ্গে আরও একটা ফ্যাক্টর মাথায় রাখতেই হবে এই বীজপুর নিয়ে। এখানে মুসলিম ভোটার সংখ্যা কম। ফলে যে কোনও সময় বীজপুরে থাবা বসাতেই পারে বিজেপি। ফলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারনা, এই নির্বাচনে বীজপুরে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেস জোটের মধ্যে একটি ত্রিমুখী লড়াই

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
সুবোধ অধিকারী	তৃণমূল কংগ্রেস	৬৬,৬২৫	৪৮.০৩ %
শুভ্রাংশু রায়	বিজেপি	৫৩,২৭৮	৩৮.০৬ %
সুকান্ত রক্ষিত	সিপিএম	১৪,৪৯০	১০.০৫ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
বীজপুর	২,৫০,০০০	১,৬৪,৪২১	১,৬১,৭৭৫

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

দুই ২৪ পরগনা বাদে সব জেলায় ধরাশায়ী হবে ঘাসফুল
ছাব্বিশে তৃণমূলের ৫০ টা আসন পাওয়া'ও কঠিন

প্রদীপ মারিক

ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূল ৫০ আসন ও পাবে না। বঙ্গবাসীরা তৃণমূলের ওপর বীতশ্রদ্ধ। এবার পরিবর্তন প্রয়োজন। একমাত্র উত্তর আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা তৃণমূল কিছুটা সম্মান ধরে রাখবে বাদবাকি সব জেলায় তৃণমূল ধরাশায়ী হবে। ভোট লুটপাট এবার আর হবে না। তৃণমূলের জনসংযোগ এখন বিচ্ছিন্ন।

বঙ্গের আঞ্চলিক দলের শাসক নেত্রী মমতা প্রকাশ্যে বলছেন, আমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মমতা ব্যানার্জির আক্কেল থাকলে তিনি এবং তার মন্ত্রিসভা সমেত পদত্যাগ করে ভোটের লড়াই'তে নেমে জনগণের রায় নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এটা করবেন কি করে, চমকে ধমকে যে ভাবে ভোট করতে চান সেই ভাবেই ভোট করতে চাইলেন। সেটি তো আর এ বার হচ্ছে না ! এই বার নির্বাচন কমিশন কড়া পাহারায়। বাংলার গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। যে কিছু সংখ্যক পুলিশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত মমতার চটি'র ধুলো পরিষ্কার করতেন। সেই পুলিশরা তো বদলি হয়েছেন ই, তার সঙ্গে যারা আছেন তাদের কেও নির্বাচন কমিশন তাদের মাথার অশোক স্তম্ভকে মর্যাদা দিতে বলেছেন। পুলিশ বুঝে গেছে আগে চাকরি বাঁচাতে হবে, তৃণমূলের পা চাটলে চলবে না। এই বার তৃণমূল জব্দ। চার দিকে অরাজগতায় মানুষ জর্জরিত। এখন তৃণমূলের চার ফুটের নেতারা কিছু না করতে পেরে বিজেপি প্রার্থীদের ফ্লেক্স, বিজেপির পতাকা ছেঁড়াতেই ব্যাস্ত। কিন্তু তৃণমূলের জানা নেই প্রত্যেকটা বিজেপির প্রার্থীর ফ্লেক্সে মোদির ছবি থাকে, যিনি প্রত্যেকটি বিজেপি কর্মীকে নিজের হৃদপিন্ড ভাবেন।

বিজেপির ছাব্বিশের স্লোগান, 'জেনে গেছে জনতা, আসল চোর মমতা'। যে অন্যায় করে আর জেনে বুঝে অন্যায় করতে দেন তিনি সমান অপরাধী। না হলে মমতা ব্যানার্জি বলতে পারেন ধর্ষণ একটা সাধারণ ঘটনা। নিশ্চই ওর কোন লাভ অফিয়ার ছিল। যে ভাবে তার দলের নেতা কর্মীদের বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার করা হয়েছে তার পর ও তিনি না দেখার ভান করে গেছেন। মমতা আর তৃণমূল যাকে সেনাপতি ভাবেন যাকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নাম দিয়েছিলেন তাল পাতার সেপাই তিনিও দেখছেন বঙ্গবাসীকে ভয় আর দেখানো যাচ্ছে না। বাংলার মানুষ ভয় মুক্ত নির্বাচন চাইছে। চার দিকে কারখানা বন্ধ। এক সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা ছিল রাজ্যের মধ্যে অন্যতম আধুনিক শিল্পাঞ্চল। কারণ নদীর নাব্যতা বেশি থাকায় এখানে আমদানি রফতানির সুবিধা অনেক বেশি। কিন্তু তৃণমূলের তালপাতার সেপাই এই আশীর্বাদ ধন্য চার ফুটের নেতার জন্য ফলতার বেশিরভাগ কারখানা বন্ধ। শুধু কাটনানি। এর জন্যই তো বিজেপিকে দরকার। মমতা'র এখন হা হতাশা আমার ক্ষমতা সব কেড়ে নিল, মমতার যদি একটুও লজ্জা থাকতো তিনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে ইস্তফা দিয়েই ভোটের ময়দানে নামতেন।

বঙ্গের শাসক তৃণমূল নেত্রী ভাবছেন তিনি এখনো মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ছড়ি ঘোড়াবেন। কিন্ত এবার সেইটা যে হচ্ছে না সেটাই তিনি বুঝতে পারছেন না। তাই তিনি একটার পর একটা উস্কানি মূলক বক্তব্য রাখছেন। মোথাবাড়িতে যে ভাবে এসআইআর কাজ পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত বিচারপতিদের হেনস্তা করা হল তা এক কথায় নাজরবিহীন। নির্বাচন কমিশনকে এক্ষুনি স্টেপ নিতে হবে তৃণমূলের যত বড়ই নেতা, নেত্রী হোক না কেন তা তিনি মমতা ব্যানার্জি হলেও উস্কানি মূলক বক্তব্য দিলেই গ্রেপ্তার করতে হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, '(ধৃত মূল অভিযুক্ত) মোফাক্কারুল ইটাহারের বাসিন্দা এবং সেই ইটাহারেই বাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এবং মাইনোরিটি মোর্চার সভাপতির। এই জন্য ভালো করে তদন্ত করে দেখা উচিত মোফাক্কারুল আদপে কার হয়ে কাজ করছিল।ক্ষ্ম তিনি দাবি করেন, ক্ষ্মমূল উস্কানিদাতা বুধবার গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছিল এবং প্রচুর মানুষকে উস্কেছিল এই জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের আটকে রাখার জন্য।'

দেশের শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, 'এই ধরনের পোলারাইজেশন কোনো রাজ্যে হতে পারে, সেটা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত কখনো দেখেনি। আমরা কোন পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি? আজ কি আমরা আবার উদ্বাস্তু হব?'

মোথাবাড়িতে সাত জন বিচারককে শুধু আটক করে রাখাই নয়, তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময়েও পুলিশের কনভয়ে হামলার চেষ্টা হয়। এই ঘটনায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার হাওড়ার সালকিয়া থেকে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের উস্কেছেন। তাঁর জন্যই এই ঘটনা। পুরো ঘটনাটাই পূর্ব পরিকল্পিত। মুখ্যমন্ত্রী গত কয়েক দিন ধরেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে মহিলাদের উস্কানি দিচ্ছিলেন। হাতা-খুন্তি নিয়ে নামতে বলছিলেন। তার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মোথাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক। এ দিন তাঁর গ্রেপ্তারির দাবি করে শুভেন্দু বলেন, 'আগে সাবিনা ইয়াসমিনকে গ্রেপ্তার করতে হবে। ভিডিয়ো ফুটেজ ধরে ধরে সবাইকে জেলে ঢোকানো উচিত।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও ও ছবি পোস্ট করেন। তারপর শোরগোল পড়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজনৈতিক মহলে। তিনি পোস্ট করে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তোলেন। পোস্টে লেখা, '' বিষয়টা জলের মতো স্পষ্ট যে মালদহ জেলায় জুডিশিয়াল অফিসার তথা সম্মানীয় বিচারপতিদের (মহিলা বিচারপতি সহ) ওপর যে ঘৃণ্য প্রাণঘাতী আক্রমণ এক শ্রেণীর মানুষ করেছে, তার মূল চক্রান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা রচিত।'

তিনি আরও বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বিচারপতিদের হেনস্থা হতে হলো তা তো নয়। বারংবার তৃণমূল বিচারপতিদের নিশানা করেছে, কখনও এজলাসে ঢুকতে বাধা দিয়েছে, এজলাসের মধ্যে স্লোগান তুলেছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিচার প্রক্রিয়ায় বাধাদান করেছে, কখনো তৃণমূলের মুখপাত্ররা কুরুচিকর ভাষায় বিভিন্ন বিশেষণ যোগে আক্রমণ শানিয়েছেন, তো কখনো বাড়ির সামনে পোস্টার লাগিয়েছে। হুমকি ধমকি চমকানো ইত্যাদি তো প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে।''

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, ''এখনো পর্যন্ত যে জনৈক মোফ্‌ফাকারুল ইসলামকে উস্কানি দাতা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, তার গায়ে বিভিন্ন তকমা সেঁটে দিতে উদ্যত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে নাকি বিজেপির চক্রান্ত সফল করতে মহারাষ্ট্র থেকে এসেছে ইত্যাদি মিথ্যার ফুলঝুড়ি আওড়াচ্ছেন মাননীয়া। কিন্তু প্রকৃত সত্য তো জানা যাচ্ছে যে এই ব্যক্তি তৃণমূলের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ঘোরাফেরা করে এমনকি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মঞ্চ আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ! আমি আগেও বলেছি আবারো বলছি মালদার ঘটনা সম্পূর্ণ তৃণমূল দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত।'

নির্বাচন কমিশনের ওপর ভরসা করেছে বঙ্গবাসী কারণ তৃণমূলের ভোট লুট বাহিনীকে আঁটকাতে পারে একমাত্র নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা নয়, লক্ষ্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচন।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন এসআইআর এর মাধ্যমেই বঙ্গবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে সফল হয়েছে। তৃণমূল বাহিনী এই এসআইআর করতে না দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু সব কিছুতেই তারা অসফল হয়। তাই তারা বিচারপতিদের গায়ে হাত তোলার গর্হিত কাজ করেছে।

এবার উস্কানি মূলক বক্তব্য দিয়ে এই বঙ্গকে ইউনিসের বাংলাদেশ বানাতে চাইছে। তৃণমূলের উস্কানি মূলক যারা বক্তব্য দিচ্ছে তারা সকলেই সন্ত্রাসবাদী। তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সন্তারবাদীদের মত শিক্ষা দিক নির্বাচন কমিশন। মমতাকে কাঠপুতুল মুখ্যমন্ত্রী করে নির্বাচন কমিশন ঠিক কাজ করেছে, এটাই দরকার নিবার্চন হোক পেশিশক্তিতে নয় মানুষের গণতান্ত্রীক রায়ের মাধ্যমেই।

(মতামত: লেখকের ব্যক্তিগত)